

এইচ এস সি অর্থনীতি

অধ্যায়-১০: উন্নয়ন পরিকল্পনা

প্রঃ ১ একটি সদ্য স্বাধীন ও উন্নয়নশীল দেশ। দেশটির জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশ দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করে। দেশটি দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জনগণের জীবনমান বাড়ানোর জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, মূলধন গঠন, মানবসম্পদ উন্নয়ন, বেকার ও খাদ্য সমস্যার সমাধান, সুখম উন্নয়ন, লেনদেন ভারসাম্যের প্রতিকূলতা দূরীকরণ, বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস ইত্যাদি লক্ষ্যকে সামনে রেখে একটি ব্যবস্থাপত্র গ্রহণ করে। ফলে দেশটির দারিদ্র্য বিমোচনের উদ্দেশ্য বেশ সফলতা পায়। /টা. বো., সি. বো., সি. বো., য. বো. ১৮। প্রশ্ন নং ১০; স্ফলারসহোম, সিলেট। প্রশ্ন নং ১১/

- ক. উন্নয়ন পরিকল্পনা কী? ১
খ. দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রয়োজন হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকের দেশটির গৃহীত 'ব্যবস্থাপত্রকে' অর্থনীতির ভাষায় কী বলে? বর্ণনা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের দেশটির গৃহীত 'ব্যবস্থাপত্র' দারিদ্র্য বিমোচনে কতটা সফল হয়েছে বলে তুমি মনে করো? তোমার উত্তরের সপক্ষে সত্যমত দাও। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক সুনির্দিষ্ট কিছু সামাজিক ও অর্থনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ সম্পদের সুষ্ঠু ও দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত করে যে নির্ধারিত ও পরিকল্পিত কর্মসূচি নেওয়া হয়, তাকে উন্নয়ন পরিকল্পনা বলে।

খ একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের এমন কিছু লক্ষ্য আছে, যেগুলো স্বল্প সময়ে অর্জন করা যায় না। এ অবস্থায় দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

সাধারণত দীর্ঘমেয়াদে বাস্তবায়নযোগ্য যেসব পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় তাদেরকে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বলা হয়। এ ধরনের পরিকল্পনার মেয়াদ ১৫ বছরের বেশি হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে অব্যাহত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অর্থনীতির বিভিন্ন খাতের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য স্বল্প বা মধ্যম মেয়াদি পরিকল্পনা যথেষ্ট নয়। এ অবস্থায় দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত দেশটির গৃহীত 'ব্যবস্থাপত্রকে' অর্থনীতির ভাষায় উন্নয়ন পরিকল্পনা বলে।

কোনো দেশের প্রাপ্ত সম্পদের দ্বারা অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত কর্মসূচিই হলো উন্নয়ন পরিকল্পনা। বর্তমানে গণতান্ত্রিক বিশ্বে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার গুরুত্ব দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এজন্য পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক দেশেই অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। মূলত, একটি দেশের উন্নয়ন নির্দেশক নকশা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নকে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বা উন্নয়ন পরিকল্পনা বলা হয়। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক ডাল্টন বলেন— 'ব্যাপক অর্থে সঙ্কিত উদ্দেশ্য পূরণের জন্য অর্থনৈতিক কার্যাবলি পরিচালনার নিমিত্তে সীমিত সম্পদ ব্যবহারের সুস্পষ্ট নীতিকে উন্নয়ন পরিকল্পনা বলে।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, সদ্য স্বাধীন হওয়া একটি দেশ দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জনগণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, মূলধন গঠন, মানবসম্পদ উন্নয়ন ও বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস ইত্যাদি লক্ষ্য পূরণে একটি ব্যবস্থাপত্র তথা অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এক্ষেত্রে, দেশটির গৃহীত ব্যবস্থাপত্রটি হলো অর্থনৈতিক পরিকল্পনা।

ঘ উদ্দীপকের দেশটির গৃহীত 'অর্থনৈতিক পরিকল্পনা' দারিদ্র্য বিমোচনে যথেষ্ট সফল হয়েছে বলে আমি মনে করি।

সাধারণত উন্নয়নশীল দেশের অধিকাংশ জনগণ দরিদ্র হওয়ায় জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয় কম হয়, ফলে জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত নিম্ন থাকে। এক্ষেত্রে একমাত্র সুষ্ঠু অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমেই দেশের জাতীয় আয় বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা সম্ভব তথা দারিদ্র্য দূরীকরণ সম্ভব।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, সদ্য স্বাধীন হওয়া একটি দেশ তার দরিদ্র জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থা পরিবর্তনের লক্ষ্যে ব্যবস্থাপত্র গ্রহণ করেছে যা দারিদ্র্য বিমোচনে সফলতা অর্জন করে।

আবার, দেশটির আয় বৃদ্ধি ও দরিদ্রতা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। সেখানে ২০২১ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার ১৫ হতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে অতি দরিদ্রদের জন্য টেকসই সামাজিক নিরাপত্তা বেঞ্চারি গড়ে তোলা হয়েছে। এর আওতায় বয়স্ক ভাতা, স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাদের ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়াও মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ, একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প, শিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান প্রভৃতি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এর ফলে ২০০০ সাল থেকে ২০১০ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার ৪৮.৯ শতাংশ থেকে ৩১.৫ শতাংশে নেমে আসে। কাজেই উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, দেশটির গৃহীত অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা দারিদ্র্য বিমোচনে যথেষ্ট সফল হয়েছে।

প্রঃ ২ বর্তমান বিশ্বের প্রায় সকল দেশ বিভিন্ন প্রকার পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে। 'A' দেশ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের কর্মসূচি দ্রুত বাস্তবায়ন, দ্রুত প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য অর্জন, অতীতে গৃহীত পরিকল্পনার মূল্যায়ন ও অনিশ্চয়তা হ্রাসের প্রক্রিয়া নির্ধারণ, বৈদেশিক সাহায্যের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণের জন্য ২০১৫-২০১৭ মেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে। 'B' দেশ সাক্ষরতার হার ১০০ ভাগে উন্নীতকরণ, বিদ্যুৎ উৎপাদন ২৫,০০০ মেগাওয়াট নিশ্চিতকরণ, সমাজের আয় বৈষম্য দূরীকরণসহ নানাবিধ লক্ষ্য বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার জন্য ২০১৫-২০১৭ সাল মেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। /রা. বো., কু. বো., চ. বো., ব. বো. ১৮। প্রশ্ন নং ১১; অধ্যাপক আবদুল মজিদ কলেজ, কুমিল্লা। প্রশ্ন নং ১১/

- ক. বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা কী? ১
খ. 'অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনার প্রয়োজন'— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. 'A' দেশের পরিকল্পনাটি কোন ধরনের? তার উদ্দেশ্য বর্ণনা করো। ৩
ঘ. 'A' ও 'B' দেশের পরিকল্পনার মৌলিক কোনো পার্থক্য আছে কি? বিশ্লেষণ করো। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি আর্থিক বছরের (জুলাই-জুন) মেয়াদ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যেসব উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়, তাকে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বলে।

খ সীমিত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য একটি দেশে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা একান্ত প্রয়োজন।

বাংলাদেশ বর্তমানে বহুবিধ সমস্যার সম্মুখীন। এসব সমস্যার মধ্যে খাদ্য ঘাটতি, দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব, ব্যাপক নিরক্ষরতা, মুদ্রাস্ফীতি, লেনদেনের ভারসাম্যে ক্রমবর্ধমান প্রতিকূলতা প্রভৃতি প্রধান। এসব সমস্যার আশু সমাধানের জন্য প্রয়োজন উন্নয়ন পরিকল্পনা।

গ উদ্দীপকের 'A' দেশের পরিকল্পনাটি স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা। নিচে এ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা হলো—

স্বল্পমেয়াদি কতকগুলো সুনির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, তাকে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা বলে। এ পরিকল্পনার মধ্যে এমন ধরনের কর্মসূচি ও লক্ষ্য অন্তর্ভুক্ত থাকে যেগুলো জাতীয় স্বার্থে অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই বাস্তবায়িত হওয়া প্রয়োজন।

স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার উদ্দেশ্য: স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার প্রধান প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ:

১. গুরুত্বপূর্ণ আর্থ-সামাজিক কর্মসূচির দ্রুত বাস্তবায়ন;
২. মেয়াদভিত্তিক বা নির্দিষ্ট সময়ে বৈদেশিক সাহায্যের ব্যবহার নিশ্চিত করা;
৩. দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অনিশ্চয়তা হ্রাস;
৪. উন্নয়ন কর্মসূচিসমূহের সফলতা ও ব্যর্থতা মূল্যায়ন করে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ;
৫. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পথ ত্বরান্বিত করার জন্য বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ;
৬. পরবর্তী পরিকল্পনার ভিত্তি স্থাপন।

সুতরাং উদ্দীপকের 'A' দেশের পরিকল্পনাটি স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার অন্তর্গত যার মধ্যে উপরিবর্ণিত বৈশিষ্ট্যগুলো বিদ্যমান রয়েছে।

গ উদ্দীপকে 'A' ও 'B' দেশের পরিকল্পনার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য নেই কিন্তু উদ্দেশ্যগত পার্থক্য রয়েছে। নিচে বিশ্লেষণ করা হলো—

উদ্দীপকের 'A' দেশের গৃহীত পরিকল্পনাটি স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার অন্তর্গত। কারণ 'A' দেশটি আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জন, বৈদেশিক সাহায্য হ্রাস, অতীতে গৃহীত পরিকল্পনা মূল্যায়ন ও অনিশ্চয়তা হ্রাসের জন্য ২০১৫-২০১৭ বা দুই বছর মেয়াদি একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। পক্ষান্তরে, 'B' দেশটিও সময় মেয়াদের ভিত্তিতে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে কিন্তু এ পরিকল্পনার উদ্দেশ্যসমূহ ভিন্ন। 'B' দেশটির সাক্ষরতার হার ১০০ ভাগে উন্নীতকরণ, বিদ্যুৎ উৎপাদন ২৫,০০০ মেগাওয়াট নিশ্চিতকরণ, সমাজের আয় বৈষম্য দূরীকরণের মাধ্যমে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার জন্য ২০১৫-২০১৭ সাল মেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

পরিকল্পনার মেয়াদের ভিত্তিতে দুই দেশের পরিকল্পনাটি স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার পর্যায়ভুক্ত হলেও উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন— 'B' দেশটি স্বল্পমেয়াদে যে পরিকল্পনাগুলো গ্রহণ করেছে তা উদ্দেশ্যের দিক থেকে প্রেক্ষিত পরিকল্পনার আওতাভুক্ত। কারণ বিভিন্ন দেশ দীর্ঘমেয়াদে দেশের সাক্ষরতার হার ১০০ ভাগে উন্নীতকরণ, আয় বৈষম্য দূরীকরণ এসব পরিকল্পনা গ্রহণ করে। যেমন— বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার জন্য ২০১০-২০১১ সালে একটি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, 'A' ও 'B' দেশের পরিকল্পনার মধ্যে মৌলিক কোনো পার্থক্য না থাকলেও উদ্দেশ্যের দিক থেকে এ দুই পরিকল্পনার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

প্রশ্ন ৩ বর্তমান বাংলাদেশ সরকার ঘোষিত 'বৃপকল্প-২০২১'-এর সুনির্দিষ্ট ২২টি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য প্রয়োজন সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ এবং এর যথাযথ বাস্তবায়ন। এ পরিকল্পনার অধীনে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদ শেষ হওয়ায় সম্প্রতি সরকার সর্বশেষ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সরকার মনে করে এসব পরিকল্পনার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অর্জন সহজ হবে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে। বিশেষজ্ঞরাও আশা করেছেন, এসব পরিকল্পনার মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি আধুনিক প্রযুক্তি ও শিল্প সমৃদ্ধ মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করা সম্ভব হবে।

(স. বো. ১৭/প্রশ্ন নং ১১)

- ক. প্রেক্ষিত পরিকল্পনা কী? ১
- খ. 'স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার ভিত্তি রচনা করে।'— ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকে বর্ণিত বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহের মেয়াদকাল উল্লেখ করো। ৩
- ঘ. বিশেষজ্ঞগণের আশাবাদের আলোকে বাংলাদেশে উন্নয়ন পরিকল্পনার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক সাধারণত দীর্ঘমেয়াদে ১০ থেকে ২৫ বছর সময়ের মধ্যে বাস্তবায়নযোগ্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্বাচন করে যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়, তাকে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বলে।

খ দীর্ঘমেয়াদে (যেমন- ১০ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে) সুনির্দিষ্ট কতকগুলো অর্থনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে পরিকল্পনা প্রণীত হয় তাই হলো দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা; আর সর্বাধিক ৫ বছরের জন্য যে পরিকল্পনা প্রণীত হয় তাই হলো স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা।

দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার বাস্তবায়ন বহু বছর ধরে চলে বলে একে একাধিক স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনায় বিভক্ত করে ধাপে ধাপে এর বাস্তবায়ন করা হয়। তাই একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার সাফল্য এর অন্তর্গত স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনাগুলোর সাফল্যের ওপর নির্ভর করে। এজন্যই বলা হয় 'স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার ভিত্তি রচনা করে'।

গ উদ্দীপকে বৃপকল্প বা ভিশন ২০২১-এর ২২টি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের উদ্দেশ্যে সরকার ২০১০-২০২১ সময় মেয়াদের জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদি তথা একটি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। এ প্রেক্ষিতে পরিকল্পনার সকল লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের কাজ এক সাথে শুরু ও কার্যকর করে তোলা সম্ভব নয় বিধায় সরকার একে দুটি পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় বিভক্ত করেছে।

বর্তমান সরকার-২০২১ সাল (স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী) নাগাদ যে দ্রুত বিকাশশীল, সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার পরিকল্পনা করেছে তাই হলো 'বৃপকল্প-২০২১'-এর ২২টি আশাদীপ্ত লক্ষ্যমাত্রা। এ লক্ষ্যমাত্রাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: প্রবৃদ্ধির হার ১০ শতাংশে উন্নীতকরণ, দারিদ্র্যের হার ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনা, ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ ইত্যাদি। লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনের জন্য সরকার ২০১০-২০২১ সময়ের জন্য একটি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত প্রেক্ষিত পরিকল্পনাটি ধাপে ধাপে বাস্তবায়নের জন্য একে দুটি পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় বিভক্ত করেছে। এর মধ্যে একটি হলো ষষ্ঠ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা; অপরটি হলো সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা। ১ জুলাই ২০১০ সাল থেকে ৩০ জুন ২০১৫ সাল পর্যন্ত হলো ষষ্ঠ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার সময় মেয়াদ। ষষ্ঠ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার অসমাপ্ত কাজগুলো সঠিকভাবে মূল্যায়ন করে তার ভিত্তিতে ও প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১ এর প্রেক্ষাপটে সরকার সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। এ পরিকল্পনার মেয়াদকাল হলো: ১ জুলাই ২০১৫ থেকে ৩০ জুন ২০২০ সাল পর্যন্ত।

ঘ বাংলাদেশ সরকার বৃপকল্প-২০২১ এর সুনির্দিষ্ট ২২টি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য ষষ্ঠ ও সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা এবং একটি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। উন্নয়ন পরিকল্পনার গুরুত্ব নিচে আলোচনা করা হলো:

বাংলাদেশে যথেষ্ট প্রাকৃতিক ও মানবসম্পদ থাকলেও তার সুষ্ঠু ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। এ অবস্থায় উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে যথেষ্ট সময় নিয়ে এবং উপযুক্ত নীতি ও কৌশল অবলম্বনের দ্বারা সকল সম্পদের কাম্য ব্যবহার সম্ভব। বাংলাদেশে বাসস্থানের তুলনায় জনসংখ্যা অতিরিক্ত ও জন্মহার বেশি। প্রাপ্ত সম্পদের সাথে তা দারুণভাবে অসংগতিপূর্ণ হয়ে ওঠায় বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে, যা উন্নয়নের গতিরোধ করেছে। এ অবস্থায় জন্মহার হ্রাসের মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য দীর্ঘ সময়ব্যাপী নানাসুখী কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে উন্নয়ন পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতির দুটি গুরুত্বপূর্ণ খাত হলো কৃষি ও শিল্প। বর্তমানে কৃষিতে আধুনিকীকরণের ছোঁয়া লাগলেও তা এখনো ব্যাপক হয়নি; অন্যদিকে, দেশে ভারী শিল্পের অভাবে শিল্পোন্নয়নের গতি মন্থর। এ অবস্থায় এ দুটি খাতের ধারাবাহিক ও দ্রুত উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন একান্ত জরুরি।

বাংলাদেশে বেকার সমস্যাও আয় বৈষম্যও প্রকট। ফলে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানও বেশ নিচু। এ প্রেক্ষিতে বিনিয়োগ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করা হলে বেকারত্ব কমবে, কর্মসংস্থান বাড়বে, আয় বৈষম্য কমবে এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে। কিন্তু এ বিরাট ও ব্যয়বহুল কাজ সুচিন্তিত পরিকল্পনা ছাড়া করা সম্ভব নয়।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকে বিশেষজ্ঞদের আশাবাদ বাস্তবায়িত করার জন্য বাংলাদেশে উন্নয়ন পরিকল্পনার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।

প্রশ্ন ৪ 'Y' একটি উন্নয়নশীল দেশ। গত বছর নতুন সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করে। এ সরকার দেশের উন্নয়নের জন্য একটি পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০) এবং অপর একটি পরিকল্পনা (২০১৬-২০৩৬) গ্রহণ করেছে। পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সরকার শিক্ষার সকল স্তরে আইসিটি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা, সকল ইউনিয়নে বিনামূল্যে ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান, সকল শিশুর স্কুল গমন নিশ্চিতকরণ এবং দেশের সকল পরিবারের কমপক্ষে একজন সদস্যের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

(রা. বো. ১৭১ প্রশ্ন নং ১১)

- ক. উন্নয়ন পরিকল্পনা কী? ১
- খ. 'লেনদেনের ভারসাম্যের প্রতিকূলতা দূর করার জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রয়োজন রয়েছে'— ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. 'Y' দেশের সরকারের গৃহীত পরিকল্পনাসমূহ কী ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. তুমি কি মনে কর, উদ্দীপকে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে? বিশ্লেষণ করো। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি নির্দিষ্ট সময়ে পূর্ব নির্ধারিত সুনির্দিষ্ট কতকগুলো অর্থনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক প্রাপ্ত সম্পদের সুষ্ঠু ও সচেতন ব্যবহারকে উন্নয়ন পরিকল্পনা বলে।

খ উন্নয়নশীল দরিদ্র দেশগুলোতে অধিক আমদানি ব্যয়ের কারণে লেনদেনের ভারসাম্যে সবসময় প্রতিকূলতা বিরাজ করে। এক্ষেত্রে আমদানি হ্রাসের জন্য আমদানি-বিকল্প শিল্পায়ন নীতি গ্রহণ আবশ্যিক। তাছাড়া রপ্তানি আয় বৃদ্ধির জন্য রপ্তানিমুখী শিল্পায়ন প্রয়োজন। উভয়ক্ষেত্রে সুচিন্তিত, বাস্তবসম্মত ও কার্যকর উন্নয়ন পরিকল্পনা আবশ্যিক। কারণ, কেবল পরিকল্পিত উপায়েই আমদানি বিকল্প শিল্পায়ন ও রপ্তানি বৃদ্ধির কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে লেনদেনের ভারসাম্যের প্রতিকূলতা দূর করা সম্ভব।

গ 'Y' দেশের সরকারের গৃহীত পরিকল্পনাগুলো দু'ধরনের, যথা— মধ্যম মেয়াদি পরিকল্পনা ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা। নিচে পরিকল্পনাগুলোর প্রকৃতি ব্যাখ্যা করা হলো:

১. সাধারণত পাঁচ বছর মেয়াদি পরিকল্পনাকে মধ্যমমেয়াদি পরিকল্পনা বলা হয়। উন্নয়ন পরিকল্পনার বহুমুখী অর্থনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্য থাকে। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য যেসব কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় তা কার্যকর করতে কয়েক বছর সময় লাগে। যখন সুনির্দিষ্ট কতকগুলো আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য কয়েক বছরের মধ্যে বাস্তবায়নের জন্য একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, তখন ওই ধরনের পরিকল্পনাকে মধ্যমমেয়াদি পরিকল্পনা বলে। উদ্দীপকে উল্লিখিত (২০১৬-২০২০) পরিকল্পনাটি একটি মধ্যমমেয়াদি পরিকল্পনা।
২. দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্যে এমন কিছু উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও প্রকল্প থাকে যেগুলো বাস্তবায়নের জন্য দীর্ঘসময়ের প্রয়োজন। তাই দীর্ঘকালীন প্রেক্ষাপটে কিছু অর্থনৈতিক সামাজিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে পরিকল্পনা প্রণীত হয়, তাকে দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা বলে। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাকে প্রেক্ষিত পরিকল্পনাও বলা হয়। উদ্দীপকে ২০১৬-২০৩৬ বছরমেয়াদি পরিকল্পনা হলো একটি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা। একটি দেশে পরপর কয়েকটি মধ্যমমেয়াদি পরিকল্পনার সমন্বয়ে একটি দীর্ঘমেয়াদি বা প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। এ ধরনের পরিকল্পনার ব্যাপ্তি ১০ থেকে ২৫ বছর পর্যন্ত হতে পারে।

ঘ উদ্দীপকে 'Y' দেশের সরকার একটি মধ্যম ও একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। পরিকল্পনাগুলোর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। গৃহীত পদক্ষেপগুলো ওই দেশে বিদ্যমান দারিদ্র্য বিমোচনে কতটা সহায়ক হবে তা নিচে বিশ্লেষণ করা হলো:

কোনো দেশে দারিদ্র্য বিমোচনের অন্যতম উপায় হলো উন্নত মানবসম্পদ সৃষ্টি। মানবসম্পদ উন্নত ও দক্ষ হয়ে উঠলে তারা বিভিন্ন উপায়ে সহজেই তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে। উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করে দারিদ্র্য দূর করতে পারে। এ রকম ধারণার প্রেক্ষিতে 'Y' দেশের সরকার পরিকল্পনাগুলোর মেয়াদে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আইসিটি তথা তথ্যপ্রযুক্তি বর্তমান বিশ্বে সর্বপ্রকার উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সুষ্ঠু উপায়ে পরিচালনার অন্যতম হাতিয়ার। তাই দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টির জন্য সরকার শিক্ষার সকল স্তরে আইসিটি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেছে। তাছাড়া এ শিক্ষা ও তার ব্যবহার উৎসাহিত করার জন্য সকল ইউনিয়ন বিনামূল্যে ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান করছে।

প্রাথমিক শিক্ষা উন্নত মানবসম্পদ সৃষ্টির প্রথম সোপান। তাই দেশের সরকার সকল শিশুর স্কুল গমন নিশ্চিত করেছে। ফলে দীর্ঘমেয়াদে দেশে কেউ নিরক্ষর থাকবে না। দারিদ্র্য বিমোচনের সকল সক্ষম লোকের জন্য কর্মসংস্থান জরুরি। এ ধারণার বশবর্তী হয়ে সরকার দেশের সকল পরিবারের কমপক্ষে একজন সদস্যের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে।

উপরের আলোচনার আলোকে বলা যায়, 'Y' দেশের সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ দেশের বিদ্যমান দারিদ্র্য মোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

প্রশ্ন ৫ অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা আবশ্যিক। বাংলাদেশ সরকার দেশের উন্নয়নের জন্য ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পদ্মা সেতুর মতো বিশাল প্রকল্পের বাস্তবায়ন এগিয়ে যাচ্ছে। এসব প্রকল্প বাস্তবায়নে পর্যাপ্ত মূলধন, সক্ষমতা ও দক্ষতা এবং বিশেষজ্ঞের অভাব বিদ্যমান।

(দি. বো. ১৭১ প্রশ্ন নং ১১)

- ক. দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা কী? ১
- খ. উন্নয়ন পরিকল্পনা কীভাবে বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরতা হ্রাস করে? ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রকল্পগুলোসহ অন্যান্য প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের সমস্যাবলি আলোচনা করো। ৩
- ঘ. উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকার কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে? তোমার মতামত দাও। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক সাধারণত দীর্ঘমেয়াদে বাস্তবায়নযোগ্য যেসব পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, তাকে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বলে।

খ সঠিক উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে মূলধনের যোগান বৃদ্ধি করে বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরতা হ্রাস করা যায়।

উন্নয়নশীল দেশগুলো উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য প্রায়শই বৈদেশিক সাহায্যের ধরন অনেক সময় দেশের জন্য অতি মাত্রার বোঝা সৃষ্টি করে। তাই প্রয়োজন হয় সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত উন্নয়ন পরিকল্পনা। যা বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরতা হ্রাস করে। সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশের সীমিত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করে নিজস্ব তথা অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন বৃদ্ধি করতে পারলে বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরতা হ্রাস পাবে।

গ পর্যাপ্ত মূলধন, সক্ষমতা ও দক্ষতা এবং বিশেষজ্ঞের অভাবের কারণে মূলত উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রকল্পগুলোসহ অন্যান্য প্রকল্প বাস্তবায়ন করা যায় না। প্রকল্প বাস্তবায়নের সমস্যাবলি নিচে আলোচনা করা হলো:

১. পর্যাপ্ত মূলধনের অভাবে গৃহীত প্রকল্পগুলোর ব্যয়ভার নিজস্ব অর্থায়ন দ্বারা করা সম্ভব হয় না। ফলে বাংলাদেশ সরকারকে বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।
২. এদেশের মানুষের সঙ্ঘর্ষ প্রবণতা খুবই কম। ফলে পর্যাপ্ত পরিমাণে মূলধন গঠন হচ্ছে না যা বিনিয়োগকে নিরুৎসাহিত করেছে। বিনিয়োগ কম হলে উন্নয়ন পরিকল্পনা বাধাগ্রস্ত হয়।
৩. কারিগরি শিক্ষা ও উন্নত প্রশিক্ষণের অভাবে দেশের মানবসম্পদকে দক্ষ জনশক্তিকে বৃদ্ধির করা যাচ্ছে না। বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য দক্ষ জনশক্তি খুবই জরুরি।

৪. সূচী ও বাস্তবধর্মী অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন হয়। কিন্তু দেশে পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা না থাকায় বিদেশে মেধা পাচার তথা অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞরা চলে যাচ্ছে। যা উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে হুমকিস্বরূপ।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রকল্পগুলোসহ অন্যান্য প্রকল্প বাস্তবায়নে উপরের সমস্যাগুলো পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নকে বাধাগ্রস্ত করে। এ সকল সমস্যার কারণে বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। এ ছাড়াও দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, নির্ভুল পরিসংখ্যানের অভাব, বৈদেশিক মুদ্রার অভাব, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, মুদ্রাস্ফীতি ইত্যাদি সমস্যা বিরাজমান থাকায় প্রকল্পসমূহের সঠিক বাস্তবায়ন সম্ভব হচ্ছে না।

ঘ উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারকে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এসব সমস্যা সমাধান করে উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ সরকার নিম্নে উল্লিখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতে পারে:

১. অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়নে সুনির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করা যেতে পারে। যাতে কাজীকৃত সময়ের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়িত করা যায়।
২. সরকারের উচিত টেকসই ও বাস্তবমুখী প্রকল্প গ্রহণ করা। এতে দেশের সীমিত সম্পদের যথাযথ ব্যবহার সুনিশ্চিত হবে এবং বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস পাবে।
৩. সরকারকে সরকারি বিনিয়োগের পাশাপাশি বেসরকারি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করতে হবে। ফলে নিজস্ব অর্থায়নে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।
৪. শক্তিশালী আর্থিক নীতি ও রাজস্বনীতি গ্রহণ করে মুদ্রাস্ফীতি রোধ করা যেতে পারে।
৫. উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ যেন সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয় সেই লক্ষ্যে উন্নত প্রশিক্ষণ ও কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা করে দক্ষ জনশক্তি তৈরি করতে হবে।
৬. প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের স্বার্থে বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করতে হবে এবং পাশাপাশি প্রকল্পের কার্যক্রম তদারকির জন্য কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠন করতে হবে।
৭. দেশের বিলাসবহুল খাতসমূহ সংকুচিত করে জরুরি খাতসমূহতে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে।
৮. উপযুক্ত ও দক্ষ জনশক্তির মাধ্যমে নির্ভুল ও প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করে পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রকল্পসহ অন্যান্য প্রকল্প বাস্তবায়নের পথে উদ্ভূত সমস্যাগুলো সমাধানের ক্ষেত্রে উপরের পদক্ষেপগুলো কার্যকরি ভূমিকা পালন করবে। বাংলাদেশের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য এসব পদক্ষেপ খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি মনে করি। সরকার এ সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করলে কাজীকৃত লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হবে।

প্রশ্ন ৬ বর্তমান সরকার উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জন, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, নারীসমাজকে উন্নয়নের মূল স্রোতে সম্পৃক্তকরণ, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবিলা, দক্ষতা অর্জন ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিকাশ ও প্রয়োগে ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

- | | |
|---|---|
| ক. ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময়কাল কোনটি? | ১ |
| খ. স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার প্রয়োজন হয় কেন? | ২ |
| গ. উদ্দীপকের পরিকল্পনাটির উদ্দেশ্যসমূহ ব্যাখ্যা করো। | ৩ |
| ঘ. তুমি কি মনে কর, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে পরিকল্পনাটি সহায়ক ভূমিকা রাখবে? যুক্তি দাও। | ৪ |

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময়কাল হলো ২০১১-২০১৫ সাল।

খ স্বল্পমেয়াদি কতকগুলো সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার প্রয়োজন।

স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার মধ্যে এমন কিছু কর্মসূচি, প্রকল্প ও লক্ষ্য অন্তর্ভুক্ত থাকে যোগুলো জাতীয় স্বার্থে অল্পকয়েক বছরের মধ্যেই বাস্তবায়িত হওয়া প্রয়োজন। সাধারণত স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার মেয়াদকাল সর্বোচ্চ পাঁচ বছর হতে পারে। স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার মাধ্যমে উন্নয়ন পরিকল্পনায় গৃহীত কর্মসূচির সফলতা ও ব্যর্থতা মূল্যায়ন করা হয়। যেকোনো পরিস্থিতিতে এটিকে পরিবর্তন করা যায়। রাষ্ট্রে সাময়িক কোনো পরিস্থিতির সৃষ্টি, খাদ্য পরিস্থিতির উন্নয়ন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন পরিস্থিতির মোকাবিলার ক্ষেত্রে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা ব্যবহৃত হয়। তাই উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়নের স্বার্থে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা প্রয়োজন হয়।

গ উদ্দীপকের পরিকল্পনাটি ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা যার উদ্দেশ্যসমূহ নিচে ব্যাখ্যা করা হলো—

৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাটি একটি স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা। ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার 'রূপকল্প-২০২১' নামে একটি চ্যালেঞ্জ বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেয়। কিছু সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য বাস্তবায়নের মাধ্যমে চ্যালেঞ্জটি পূরণ করা হবে। এই লক্ষ্যসমূহ দুটি স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার মাধ্যমে ভাগ করা হয়, যার প্রথমটি হচ্ছে ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক প্রকল্প, মেয়াদকাল ২০১১-২০১৫ সাল। কিছু সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে পরিকল্পনাটি প্রণয়ন করা হয়। উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জন করে দারিদ্র্য বিমোচন করা এর প্রধান উদ্দেশ্য। খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি বহুগুণে বৃদ্ধি করে খাদ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা তথা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা এর অন্যতম উদ্দেশ্য। দেশের জনসংখ্যার অর্ধেকই নারী। তাই এই নারী সমাজকে বাদ দিয়ে কোনো প্রকার উন্নয়ন সম্ভব নয়। নারী সমাজকে উন্নয়নের মূল স্রোতে সম্পৃক্ত করা তথা নারীর ক্ষমতায়ন এই প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য। বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবিলার জন্য টেকসই পরিবেশ উন্নয়ন নিশ্চিত করা এ প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। তাছাড়া মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে মূলধন গঠনের হার বৃদ্ধি করা, আইসিটির মাধ্যমে দেশকে ডিজিটালাইজেশন করা এর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

উদ্দীপকের প্রকল্পটিতে বর্তমান সরকার দেশকে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' হিসেবে গড়ে তোলার জন্য উপরের উদ্দেশ্যগুলোর সমন্বয়ে একটি ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, যা 'রূপকল্প ২০২১' কে প্রতিনিধিত্ব করে। সুতরাং, বাংলাদেশকে উন্নত দেশের কাতারে দাঁড়াতে হলে অবশ্যই উক্ত উদ্দেশ্যগুলো পূরণ করতে হবে।

ঘ হ্যাঁ, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে পরিকল্পনাটি সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি।

প্রতিটি উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতির চাকাকে বেগবান রাখতে এবং দ্রুততম সময়ে কাজীকৃত লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে পরিকল্পিত উপায় এবং সূচীভাবে সম্পদের ব্যবহারের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা অপরিহার্য। বিশেষ করে স্বল্পমেয়াদি প্রকল্প উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়নে সর্বাধিক সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। এ ধরনের প্রকল্প দ্বারা সুনির্দিষ্ট কিছু গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধনের পথে এগোনো যায়। ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দ্বারা কতিপয় উদ্দেশ্য অর্জনের অঙ্গীকার করা হয়েছে। যেমন— উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জন, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, নারী সমাজকে উন্নয়নের মূল স্রোতে সম্পৃক্ত করা, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবিলা, দক্ষতা অর্জন, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্য ও প্রযুক্তির বিকাশ ইত্যাদি। এই লক্ষ্যগুলো বাস্তবায়ন করা হলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রকল্পটি অবশ্যই সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়তা করবে যা বাংলাদেশের অর্থনীতিকে অনেক শক্তিশালী করবে। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হলে দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করবে। ফলে আমদানি ব্যয় হ্রাস পাবে ও বাণিজ্য শর্ত উন্নত হবে। উন্নয়নমূলক কাজে নারী সমাজের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেলে নারীরাও অর্থনীতিতে সমান অবদান রাখবে, যা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে মানবসম্পদের উন্নয়ন ঘটিয়ে দেশের বিপুল জনশক্তিকে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তর করা যাবে। তাছাড়া তথ্য ও প্রযুক্তির বিকাশ ও প্রয়োগের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায়, ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাটি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

প্রশ্ন ৭ বাংলাদেশ একটি স্বল্প আয়ের দেশ। বাংলাদেশ সরকার দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির কথা মাথায় রেখে বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সরকার একটি পরিকল্পনায় দেশে দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসকারী লোকের সংখ্যা ১৫% এ নামিয়ে আনার চেষ্টা করেছে। দক্ষ শ্রমিকের হার ৫০% এ উন্নীত করার চেষ্টা করেছে। শিল্পখাতে কর্মসংস্থান প্রায় ২৫% এ উন্নীত করার পরিকল্পনা রয়েছে। এ লক্ষ্যে সরকার নতুন নতুন প্রযুক্তির দিকে গুরুত্ব দিচ্ছে, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, লিজা বৈষম্য দূরীকরণ, পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ শক্তিশালীকরণ ইত্যাদির ওপর জোর দিয়েছে। /চ. বো. ১৭। প্রশ্ন নং ১০/

- ক. উন্নয়ন পরিকল্পনা কী? ১
খ. সঠিক তথ্য ও উপাত্তের অভাব পরিকল্পনা বাস্তবায়নের একটি অন্যতম সমস্যা— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের কোন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পরিকল্পনা সফল করার জন্য গৃহীত সরকারি পদক্ষেপসমূহ কতটুকু কার্যকর? যুক্তি দাও। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি নির্দিষ্ট সময়ে পূর্ব-নির্ধারিত কতগুলো অর্থনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক প্রাপ্ত সম্পদের সুষ্ঠু ও সচেতন ব্যবহারকে উন্নয়ন পরিকল্পনা বলে।

খ কোনো দেশে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার সফল বাস্তবায়নের জন্য সঠিক তথ্য ও উপাত্ত একান্ত প্রয়োজন। কারণ প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত নির্ভুল না হলে গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবসম্মত হয় না এবং তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়।

বাংলাদেশের মতো দেশগুলোতে প্রাকৃতিক সম্পদ, বিভিন্ন দ্রব্য ও সেবাকর্ম উৎপাদনের পরিমাণ, জনসংখ্যা, শ্রমশক্তি, বেকারত্ব, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আমদানি-রপ্তানি ইত্যাদি বিষয়ে সঠিক তথ্য উপাত্ত প্রায়ই পাওয়া যায় না। এ জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত হয়।

গ উদ্দীপকে বাংলাদেশের ষষ্ঠ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার কথা বলা হয়েছে। যা নিচে ব্যাখ্যা করা হলো—

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা [এমজিডি (মিলেনিয়াম গোলস ডেভেলপমেন্ট)] অর্জনের জন্য বাংলাদেশ সরকার তার প্রেক্ষিত পরিকল্পনা রূপকল্প-২০২১ প্রণীত করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ ২০১১-১৫ মেয়াদের জন্য যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে তা বাংলাদেশের ষষ্ঠ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা বলে পরিচিত।

ষষ্ঠ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্যগুলো হলো— একটি ধর্মনিরপেক্ষ, প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন; পরিবেশবান্ধব ও অনুকূল শিল্পায়ন কৌশল গ্রহণ, পর্যাপ্ত অবকাঠামো সৃষ্টি, ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠন, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, দুর্নীতি দমন ইত্যাদি। এসব ছাড়াও টেকসই মানবসম্পদ উন্নয়ন, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানির পর্যাপ্ত সরবরাহ ইত্যাদি হলো এর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। সাতটি প্রধান ক্যাটাগরিতে অন্তর্ভুক্ত ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রাসমূহ হলো— উৎপাদন, আয় সৃষ্টি ও দারিদ্র্য হ্রাস, মানবসম্পদ উন্নয়ন, নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা লিজা সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি।

ষষ্ঠ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় উন্নয়ন কৌশলও রয়েছে; এগুলো হলো— উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, আঞ্চলিক সুখম উন্নয়ন, আয় বৈষম্য হ্রাস, সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা জোরদারকরণ, পরিবেশ সংরক্ষণমূলক উন্নয়ন পন্থতি, সুশাসন প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি।

ঘ উদ্দীপকে বাংলাদেশের ষষ্ঠ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা সফল করার জন্য সরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। উদ্দীপকের আলোকে তার কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা হলো—

১. নতুন নতুন প্রযুক্তির ওপর গুরুত্ব প্রদান: ষষ্ঠ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ পূরণ ও লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনের জন্য প্রেক্ষিতে পরিকল্পনার অন্তর্গত 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' নির্মাণের প্রচেষ্টা চালানো

হবে। সকল ইউনিয়ন পর্যায়ে ইন্টারনেট সুবিধাসহ টেলিযোগাযোগ কেন্দ্র স্থাপন, সরকারের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এবং সকল জেলায় ই-গভর্নেন্স চালু, সমগ্র দেশে ওয়্যারলেস ব্রডব্যান্ড প্রবর্তন ইত্যাদিও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে স্বচ্ছ ও গতিশীল করে তুলবে।

২. খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ: খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উৎপাদনশীলতার উন্নয়ন এবং কৃষিক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রতিকূল প্রভাব হ্রাস করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। এক্ষেত্রে গৃহীত প্রধান পদক্ষেপগুলো হলো: উপকূল এলাকাসহ দেশের সর্বত্র বনভূমি আচ্ছাদন বৃদ্ধি, দূষণমুক্ত বায়ু নিশ্চিতকরণ, নদীর পানিতে শিল্পবর্জ্য মিশ্রণ প্রতিরোধ, খাল ও প্রাকৃতিক জলাশয়ে অবাধ পানিপ্রবাহ নিশ্চিতকরণ।

৩. লিজা বৈষম্য দূরীকরণ: পরিকল্পনায় সমগ্র উৎপাদন কর্মকাণ্ডে পুরুষের সাথে নারীদেরকেও সম্পৃক্ত করার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এ উদ্দেশ্যে গৃহীত পদক্ষেপগুলো হলো: মধ্যবর্তী শিক্ষাস্তরে পুরুষ-নারী অনুপাত বর্তমান ১০০ঃ৩২ থেকে ১০০ঃ৬০ এ উন্নীতকরণ, ২০ থেকে ২৪ বছর বয়স কাঠামোয় শিক্ষিত পুরুষ নারী অনুপাত বর্তমানের ১০০ঃ৮৫ থেকে ১০০ঃ১০০ তে উন্নীত করা। এর ফলে দেশে সমগ্র মানবসম্পদের উৎপাদনশীলতা বাড়বে এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

৪. পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (PPP) শক্তিশালীকরণ: পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নের জন্য পিপিপি শক্তিশালীকরণের প্রচেষ্টা গৃহীত হয়েছে। এর ফলে দেশের বড় বড় ও ব্যয়বহুল উন্নয়ন প্রকল্পে সরকারি ও বেসরকারি খাতের যৌথ মালিকানা, উদ্যোগ ও পুঁজি বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত ষষ্ঠ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা সফল করার জন্য গৃহীত সরকারি পদক্ষেপসমূহ যথেষ্ট কার্যকর।

প্রশ্ন ৮ সাকিব চীনে একটি মেডিকেল কলেজে পড়ে। সেখানে 'X' দেশের বন্ধু টনি এর সাথে আলাপকালে টনি জানায় যে, তাদের দেশে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে। রয়েছে বন ও সমুদ্র। কিন্তু সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাবে অধিকাংশ প্রাকৃতিক সম্পদ অপচয় হচ্ছে। তাই তারা অনুন্নত। /চ. বো. ১৭। প্রশ্ন নং ১০/

- ক. বাংলাদেশের দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদকাল কত ছিল? ১
খ. 'সুষ্ঠু পরিকল্পনা উন্নয়নে সহায়ক'— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে টনি এর দেশের উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনার গুরুত্ব বর্ণনা করো। ৩
ঘ. সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে উদ্দীপকে বর্ণিত টনির দেশকে উন্নত দেশে পরিণত করা সম্ভব— বিশ্লেষণ করো। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের দ্বি-বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার মেয়াদ ছিল ১লা জুলাই ১৯৭৮ থেকে ৩০শে জুন ১৯৮০ সাল।

খ দেশের সকল প্রাকৃতিক ও মানবসম্পদ সর্বাধিক ব্যবহারের জন্য সুষ্ঠু উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন একান্ত প্রয়োজন।

সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমেই অর্থনীতির সকল খাতকে একত্রিত করে উন্নয়ন গতিশীল করা যায়। একমাত্র পরিকল্পিতভাবে বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি দ্বারা নিয়োগস্তর বৃদ্ধি ও বেকারত্ব দূর করা যায়। দেশের মানবসম্পদকে পরিকল্পিত উপায়ে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দানের মাধ্যমে দক্ষ ও উন্নয়নের জন্য কর্মোপযোগী করে তোলা যায়। সুতরাং বলা যায়, সুষ্ঠু পরিকল্পনা উন্নয়নের সহায়ক।

গ উদ্দীপকের টনির দেশ নানা প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ। কিন্তু সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাবে অধিকাংশ প্রাকৃতিক সম্পদ ঠিক মতো চিহ্নিত, উত্তোলিত, ব্যবহৃত হয়নি; যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে কিছু প্রাকৃতিক সম্পদের অপচয়ও ঘটেছে। উক্ত সমস্যা সমাধানের জন্য টনির দেশে উন্নয়ন পরিকল্পনার গুরুত্ব সর্বাধিক।

প্রাকৃতিক সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার দেশের শিল্পায়নে সহায়তা করে জাতীয় উৎপাদন তথা জাতীয় আয় বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করে। কিন্তু এর জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদগুলোর যথাযথ ব্যবহার। টনির দেশে এরকম পরিকল্পনার অভাবে শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়নি।

মানুষের বিভিন্ন অভাব পূরণের উপযোগী দ্রব্যসমূহের উৎপাদন অনেকটাই প্রাকৃতিক সম্পদ প্রাপ্তি ও তার উপযুক্ত ব্যবহারের ওপর নির্ভর করে। সাধারণভাবে বলা যায়, প্রাকৃতিক সম্পদ বেশি হলে দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণও বেশি হয়। তবে একথা তখনই সত্য হয় যখন সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে সম্পদগুলোর কার্জিত ব্যবহার ঘটে। টনির দেশে সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাবে সম্পদ বেশি থাকা সত্ত্বেও দ্রব্যসামগ্রীর যথেষ্ট অভাব রয়েছে।

সুতরাং বলা যায়, প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর টনির দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা আবশ্যিক।

ঘ টনির দেশে যথেষ্ট প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে। কিন্তু সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাবে তার সদ্যবহার না ঘটায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হয়েছে। তাই টনির দেশকে উন্নত করতে হলে দরকার সুষ্ঠু উন্নয়ন পরিকল্পনা। নিচে বিষয়টি আলোচনা করা হলো—

১. টনির দেশে যথেষ্ট প্রাকৃতিক সম্পদ থাকা সত্ত্বেও তার সুষ্ঠু ও কাম্য ব্যবহার হয়নি। এ অবস্থার সুচিন্তিত উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে সব প্রাকৃতিক সম্পদের জরিপ, উত্তোলন ও যথাযথ ব্যবহার সম্ভব।
২. টনির দেশের অর্থনীতির দুটি গুরুত্বপূর্ণ খাত হলো— কৃষি ও শিল্প। এ দুটি খাতের দ্রুত উন্নয়নের জন্য একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রয়োজন।
৩. টনির দেশে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক সমস্যা যেমন— দারিদ্র্য, অপুষ্টি, বেকারত্ব, ছিনতাই, সন্ত্রাস ইত্যাদি দেখা দিয়েছে। এ অবস্থায় জন্মহার হ্রাসের মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচি পরিচালনা করা যায়।
৪. উক্ত দেশে বেকার সমস্যা প্রকট; জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশই বেকার। এরূপ পরিস্থিতিতে উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে বিনিয়োগ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করা হলে দেশে কর্মসংস্থান বাড়বে ও বেকারত্ব কমবে।
৫. দেশকে উন্নত করতে হলে দক্ষ মানবসম্পদের প্রয়োজন পড়ে। টনির দেশে লোক অনেক; কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অভাবে তারা অদক্ষই থেকে গেছে। দেশের মানুষের জন্য উপযুক্ত খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা এবং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারলে তারা দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত হয়। এজন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু উন্নয়ন পরিকল্পনা।

সুতরাং বলা যায়, সুষ্ঠু ও সুচিন্তিত পরিকল্পনার মাধ্যমে টনির দেশকে উন্নত দেশে পরিণত করা সম্ভব।

প্রশ্ন ৯ 'ক' একটি উন্নয়নশীল দেশ। 'ক' দেশের কতকগুলো সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য এবং দেশের সম্পদ উপযুক্ত ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন মেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে। 'ক' দেশের ন্যায় আমাদের দেশেও উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন মেয়াদি পরিকল্পনা গৃহীত হয়। এর মধ্যে সর্বশেষ ২০১০-২০২১ সাল মেয়াদি পরিকল্পনা। উক্ত পরিকল্পনা দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যা বর্তমানে ৩১.৫% থেকে ১৫% এ নামিয়ে আনা, প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে শতভাগ এনরোলমেন্ট নিশ্চিত করা, ICT এর সুবিধা অর্জনের মাধ্যমে দেশকে ডিজিটালাইজড করা ইত্যাদি লক্ষ্য নির্ধারিত হয়। /ব. নং ১৭/

এস নং ১১, ইম্পায়ারি পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, চট্টগ্রাম | প্রশ্ন নং ১০/

- ক. পরিকল্পনা কী? ১
- খ. 'সুখম উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনার প্রয়োজন'— ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. 'ক' দেশে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. ২০১০-২০২১ মেয়াদি পরিকল্পনার উল্লিখিত লক্ষ্যগুলো আমাদের দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে কীভাবে ভূমিকা রাখতে পারে? তোমার মতামত দাও। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি নির্দিষ্ট সময়ে পূর্বনির্ধারিত সুনির্দিষ্ট কতগুলো অর্থনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক প্রাপ্ত সম্পদের সুষ্ঠু ও সচেতন ব্যবহারকে পরিকল্পনা বলে।

খ অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুফল দেশের সকল অঞ্চলের লোকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য, দেশের প্রায় সব অঞ্চলেই উন্নয়ন ঘটানো দরকার। এর ফলে দেশে উন্নয়ন সুখম হয়। অবশ্য এর জন্য সুষ্ঠু ও বাস্তবভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ আবশ্যিক।

ব্যাপকভিত্তিতে দেশের প্রায় সকল অঞ্চলকে একসাথে উন্নয়ন ঘটানোর জন্য সুপরিকল্পিত সুচিন্তিত ও বাস্তবসম্মত চিন্তা-ভাবনা দরকার যা কেবল একটি কার্যকর পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে সম্ভব। তাই বলা যায়, সুখম উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা প্রয়োজন।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত 'ক' দেশে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণের নিম্নোক্ত কারণসমূহ রয়েছে।

উদ্দীপকের 'ক' দেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। উন্নয়নের উদ্দেশ্যে দেশটি কতকগুলো সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্য রয়েছে। লক্ষ্যগুলো বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন কর্মসূচির সাহায্যে বাস্তবায়িত করা সম্ভব নয়। লক্ষ্যগুলো পূরণ করতে চিন্তা-ভাবনা, সম্পদ সমাবেশ ও সময় প্রয়োজন। এ কাজ একমাত্র উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমেই সম্ভব। তাই বলা যায়, কেবল বাস্তবসম্মত ও সুপরিকল্পিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশটি নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্যসমূহ অর্জন করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে লক্ষ্যগুলো অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ, কৌশল ও অভিজ্ঞতা সর্বোত্তম উপায় কীভাবে কাজে লাগানো যাবে তা নির্ধারণের সার্বোৎকৃষ্ট উপায় হলো উন্নয়ন পরিকল্পনা। সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্যগুলো একসঙ্গে অর্জন করা সম্ভব নয়; কারণ লক্ষ্যগুলোর কোনোটি কম, কোনোটি বেশি আবার কোনোটি দীর্ঘসময় নিতে পারে। এ প্রেক্ষিতে দেশটিকে স্বল্প, মাধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।

'ক' দেশে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে যার সদ্যবহার দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। সম্পদগুলোর অনুসন্ধান, শনাক্তকরণ উত্তোলন ও ব্যবহার এক ব্যয়বহুল, সময়-সাপেক্ষ ও জটিল ব্যাপার। এক্ষেত্রে উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে পর্যাপ্ত সময় এবং উপযুক্ত নীতি ও কৌশল দ্বারা সম্পদগুলোর কাম্য ব্যবহার সম্ভব।

ঘ উদ্দীপকটি পড়ে জানা যায়, বাংলাদেশে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। এর মধ্যে সর্বশেষ পরিকল্পনাটি হলো ২০১০-২০২১ সাল মেয়াদি প্রেক্ষিতে পরিকল্পনা। এ পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ ষষ্ঠ ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মধ্যে দিয়ে অর্জিত হবে এবং দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করবে।

বাংলাদেশে দারিদ্র্যের উচ্চহার হ্রাসের জন্য সরকার অনেক আগে থেকেই দারিদ্র্য বিমোচনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে আসছে। এর মধ্যে রয়েছে দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্র; ঝুঁকি দুস্থ মহিলা, অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা, প্রতিবন্ধী, এতিম প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন ভাতা প্রদান; কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি, গৃহায়ন তহবিল গঠন, কর্মসংস্থান ব্যাংক প্রতিষ্ঠা; একটি বাড়ি একটি খামার প্রভৃতি। সরকারের দারিদ্র্য বিমোচনের এসব কর্মসূচি সফল হলে দেশে দারিদ্র্যের হার কমবে এবং জনসাধারণের আয় বাড়বে।

দেশকে দ্রুত উন্নত করতে হলে এর মানবসম্পদকে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য সরকার ইতোমধ্যে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এগুলো হলো: প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে শতকরা শতভাগ এনরোলমেন্ট; সারা দেশে পঞ্চম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষা; বছরের শুরুতে বিনামূল্যে বই বিতরণ; প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি; সুবিধাযুক্ত স্কুল-বহির্ভূত করে পড়া এবং শহরের কর্মজীবী শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় আনা ইত্যাদি। এসবের ফলে ভবিষ্যতে শিক্ষিত শ্রমিকের যোগান বাড়লে উৎপাদন ও আয় বাড়বে।

আইসিটি তথা তথ্যপ্রযুক্তি বর্তমান বিশ্বে সর্ব প্রকার উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সুষ্ঠু উপায়ে পরিচালনার অন্যতম হাতিয়ার। সরকার তাই তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার শেখার জন্য স্কুল থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত কম্পিউটার শিক্ষাক্রম চালু করেছে। দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টির জন্য সরকার শিক্ষার সকল স্তরে আইসিটি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেছে।

তাছাড়া আইসিটি শিক্ষার ব্যবহার বৃদ্ধি করার জন্য সকল ইউনিয়নে বিনামূল্যে ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান করছে। এ সবই ভবিষ্যতে মানবসম্পদ উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হার হ্রাসে ভূমিকা রাখবে। সুতরাং বলা যায় প্রেক্ষিতে পরিকল্পনার উল্লিখিত লক্ষ্যগুলো অর্জিত হলে বাংলাদেশ একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে।

প্রশ্ন ১০ জনাব কামাল অর্থনীতির ক্লাসে বললেন, দেশে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন ও নানাবিধ উন্নয়নের জন্য সরকার বিভিন্ন মেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করে থাকে। তবে দেশের প্রকৃত অর্থনৈতিক উন্নয়ন নির্ভর করে পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়নের ওপর।

(সি. বো. ১৭। প্রশ্ন নং ১১)

- ক. উন্নয়ন পরিকল্পনা কী? ১
- খ. পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. উদ্দীপকের আলোকে উন্নয়ন পরিকল্পনার সময়ভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের আলোকে উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সচেতনভাবে পরিকল্পিত ও প্রণীত আর্থ-সামাজিক কর্মসূচিকে উন্নয়ন পরিকল্পনা বলে।

খ এক থেকে পাঁচ আর্থিক বছরের মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যেসব উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়, তাকে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বলে।

সরকার প্রতি পাঁচ বছরের জন্য যে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ঘোষণা করে থাকে তাকে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বলে অভিহিত করা হয়। বাংলাদেশে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দারিদ্র্য বিমোচন, মানবসম্পদ উন্নয়ন ও স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে দেশের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি করে স্বল্প সময়ের মধ্যে দেশের অর্থনীতিকে কাঙ্ক্ষিত স্থানে উপনীত করাই এ ধরনের পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য।

গ জনাব কামাল অর্থনীতির ক্লাসে বিভিন্ন মেয়াদি পরিকল্পনা সম্পর্কে ধারণা দেন। সময়ের ভিত্তিতে উন্নয়ন পরিকল্পনাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা: স্বল্পমেয়াদি কিছু সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, তাকে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা বলে। এ পরিকল্পনার মধ্যে এমন ধরনের কর্মসূচি, প্রকল্প ও লক্ষ্য অন্তর্ভুক্ত থাকে যেগুলো জাতীয় স্বার্থে অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই বাস্তবায়িত হওয়া প্রয়োজন। প্রচলিত অর্থে বাংলাদেশের দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনাগুলোকে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা বলা যায়।

মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা: কতকগুলো সুনির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ৩ বছর বা তার চেয়ে বেশি সময়কাল কিন্তু ৫ বছরের চেয়ে কম সময় মেয়াদের জন্য যে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, তাকে মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা বলে। যেমন, বাংলাদেশে ১৯৭৮ সালে প্রণীত দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা হলো মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা। এ পরিকল্পনার মধ্যে এমন ধরনের কর্মসূচি, প্রকল্প ও লক্ষ্য অন্তর্ভুক্ত থাকে যেগুলো জাতীয় স্বার্থে অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই বাস্তবায়িত হওয়া প্রয়োজন। প্রচলিত অর্থে বাংলাদেশের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকেও মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা বলা হয়।

দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা: সাধারণত দীর্ঘমেয়াদে বাস্তবায়নযোগ্য যেসব পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, তাকে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বলে। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাকে আবার প্রেক্ষিত পরিকল্পনাও বলা হয়। সাধারণত ১৫, ২০ ও ২৫ বছর মেয়াদের ভিত্তিতে যে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় তাকে 'দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা' বলে।

ঘ বাংলাদেশ বর্তমানে বহুবিধ সমস্যার সম্মুখীন। এসব সমস্যার মধ্যে খাদ্য ঘাটতি, দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব, ব্যাপক নিরক্ষরতা, ভয়াবহ মুদ্রাস্ফীতি, লেনদেনের ভারসাম্যে ক্রমবর্ধমান প্রতিকূলতা প্রভৃতি প্রধান। সীমিত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে এ সমস্যাবলির সমাধান তথা দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা একান্ত প্রয়োজন।

বাংলাদেশের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশের প্রধান সমস্যা হলো দারিদ্র্য। বাংলাদেশের অধিকাংশ লোক দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করে। দারিদ্র্যের কারণে বাংলাদেশের বেশির ভাগ লোক খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা প্রভৃতি মৌলিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত। দারিদ্র্য দূরীকরণে উন্নয়ন পরিকল্পনার গুরুত্ব অপরিসীম।

বাংলাদেশের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশগুলোর জীবনযাত্রার মান খুবই নিম্ন। তাই অধিকাংশ অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হলো দেশের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন। জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে উন্নয়ন পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুযোগ-সুবিধা দেশের সকল অঞ্চলের জনগণ যাতে সমভাবে ভোগ করতে পারে সেজন্য সুসম অর্থনৈতিক উন্নয়ন একান্ত প্রয়োজন। একমাত্র সুষ্ঠু অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশে সুসম অর্থনৈতিক উন্নয়ন লাভ করা সম্ভব। তাছাড়া বাংলাদেশে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে আমাদের অর্থনীতিতে নানা ধরনের সংকট দেখা দিয়েছে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এ অবস্থায় দেশের বর্তমান ভয়াবহ জনসংখ্যার সমস্যা সমাধানের জন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনা অপরিহার্য।

বাংলাদেশের প্রচুর পরিমাণ প্রাকৃতিক সম্পদ ও মানবসম্পদ রয়েছে। এসব সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারলে দেশে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতি লাভ করা সম্ভব হবে। একমাত্র অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করা সম্ভব।

প্রশ্ন ১১ বর্তমান সরকার বৃপকল্প ২০১০-২০২১ এর আওতায় ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০১০-২০১৫ এবং সম্প্রতি ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০১৬-২০২০ গ্রহণ করেছে। পাশাপাশি বর্তমানে ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে ৯২ হাজার ৫ শত কোটি টাকার ব্যয় বরাদ্দ সম্বলিত বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার (ADP) অন্তর্গত ১২৫টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। সরকার আশা করছে এসব উন্নয়ন পরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন করবে এবং ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি/মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করা সম্ভব।

(সি. বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ৯)

- ক. উন্নয়ন পরিকল্পনা কী? ১
- খ. 'নির্দেশভিত্তিক পরিকল্পনায় অবাধ বাজার প্রক্রিয়াকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় না'— ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. সময় মেয়াদের ভিত্তিতে উদ্দীপকে উল্লিখিত উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করো। ৩
- ঘ. উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে সরকারের মনোভাবের যথার্থতা যাচাই করো। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সচেতনভাবে পরিকল্পিত ও প্রণীত আর্থ-সামাজিক কর্মসূচিকে উন্নয়ন পরিকল্পনা বলে।

খ নির্দেশভিত্তিক পরিকল্পনায় অবাধ বাজার প্রক্রিয়াকে প্রশ্রয় দেয় না। কারণ, নির্দেশমূলক পরিকল্পনার ত্রুতীনে দেশের একমাত্র কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের নির্দেশে পূর্ব নির্ধারিত কিছু আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করা হয়।

নির্দেশমূলক পরিকল্পনায় দেশের সার্বিক উৎপাদন, ভোগ, বণ্টন, বিনিয়োগ প্রভৃতি সকল অর্থনৈতিক কার্যাবলি কেন্দ্রীয় পরিকল্পনায় কর্তৃপক্ষ দ্বারা পরিকল্পিত ও প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে বলে অবাধ বাজার প্রক্রিয়ার কোনো অস্তিত্ব থাকে না।

গ সৃজনশীল ১০নং প্রশ্নের 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের মনোভাব সন্তোষজনক।

সরকার নানামুখী কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে উন্নয়ন পরিকল্পনাকে সফল করে তোলার চেষ্টা চালাচ্ছে। সরকারের এসব কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে।

- i. নতুন প্রযুক্তি, পন্থতি ও প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ;
- ii. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, দারিদ্র্য হ্রাসকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ;

- iii. দেশের অভ্যন্তরীণ খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ;
 - iv. ভূমি ব্যবস্থাপনা ও ভূমি ব্যবহার পদ্ধতি সহজীকরণ;
 - v. দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে উৎপাদনের উপকরণ ও অন্তর্ভুক্তকরণ বৃদ্ধি করে আয় বৈষম্য হ্রাস করা;
 - vi. সিভিল সার্ভিসকে শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ;
 - vii. উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শক্তিশালী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে পদক্ষেপ গ্রহণ।
- এসব উন্নয়ন কৌশল বাস্তবায়ন হলে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হবে।

প্রশ্ন ১২ দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রতিটি দেশের অর্থনীতিতে পরিকল্পনার গুরুত্ব অনেক। 'রূপকল্প-২০২১' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো দারিদ্র্য বিমোচনসহ দেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা। ইতোমধ্যেই সকল সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে সরকার দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার সফলতা অর্জন করেছে।

/দি. বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ৯; রাজস্বায়ী কলেজ। প্রশ্ন নং ১১/

- ক. অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কী? ১
- খ. 'সূচী পরিকল্পনা উন্নয়নে সহায়ক'— ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত রূপকল্পটি কোন পরিকল্পনাকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্যসমূহ বর্ণনা করো। ৪

১২নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একটি দেশের প্রাপ্ত সম্পদের সূচী ও সর্বোত্তম ব্যবহারের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ যে সূচিভিত্তিক কর্মসূচি ও কৌশল গ্রহণ করে তাকেই অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বলে।

খ সৃজনশীল ৮ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত রূপকল্পটি প্রেক্ষিত পরিকল্পনাকে নির্দেশ করে। বর্তমান সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি 'ভিশন-২০২১' কে বাস্তবে রূপদানের জন্য প্রেক্ষিত পরিকল্পনা কৌশলগত নির্দেশনা ও সামগ্রিক কর্মকৌশল প্রদান করেছে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনার এই সমগ্র নীতি কাঠামো ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পথনির্দেশ দান করে।

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ২০১০-১১ অর্থবছরের অর্থমূল্যে সর্বমোট ১৩ লক্ষ ৪৭ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ (পরিকল্পনার আকার) প্রাক্কলন করা হয়েছে। তন্মধ্যে সরকারি খাতে বিনিয়োগ প্রাক্কলন করা হয়েছে মোট বিনিয়োগের ২২.৮% এবং বেসরকারি খাত হতে বিনিয়োগ আসবে, যা মোট বিনিয়োগের ৭৭.২%। পরিকল্পনায় বাস্তবায়নে অভ্যন্তরীণ উৎস হতে সম্পদ সংগ্রহ করা হবে ৯০.৭% এবং বৈদেশিক উৎস থেকে সংগৃহীত হবে ৯.৩%। তন্মধ্যে ০.৪ ট্রিলিয়ন টাকা সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ হিসেবে প্রাক্কলন করা হয়েছে।

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অগ্রগতি মূল্যায়নের জন্য কতকগুলো মৌলিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এই লক্ষ্যমাত্রাগুলো বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ও সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার আলোকেই নির্ণীত হয়। পরিকল্পনা শেষে এসব লক্ষ্যমাত্রার সফল বাস্তবায়ন বাংলাদেশকে 'ভিশন-২০২১' ও সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়তা করবে।

ঘ সৃজনশীল ৬নং এর 'গ' প্রশ্নের উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ১৩ 'ক' একটি উন্নয়নশীল দেশ। 'ক' দেশের কতকগুলো সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য এবং দেশের সম্পদ উপযুক্ত ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন মেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে। 'ক' দেশের ন্যায় আমাদের দেশেও উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন মেয়াদি পরিকল্পনা গৃহীত হয়। এদের মধ্যে সর্বশেষ ২০১০-২০২১ সাল মেয়াদি পরিকল্পনা। উক্ত পরিকল্পনায়, দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যা বর্তমানের ৩১.৫% থেকে ১৫% এ নামিয়ে আনা, প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে শতভাগ এনরোলমেন্ট নিশ্চিত করা, ICT এর সুবিধা অর্জনের মাধ্যমে দেশকে ডিজিটলাইজড করা ইত্যাদি লক্ষ্য নির্ধারিত হয়। */ক. বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ৯/*

- ক. মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা কাকে বলে? ১
- খ. 'স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার ভিত্তি রচনা করে'— বুঝিয়ে লেখো। ২
- গ. 'ক' দেশে গৃহীত উন্নয়ন পরিকল্পনার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. ২০১০-২১ সাল মেয়াদি পরিকল্পনায় উল্লিখিত লক্ষ্যগুলো আমাদের দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে কীভাবে ভূমিকা রাখতে পারে বলে তুমি মনে করো। ৪

১৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক কতকগুলো সুনির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ৩ বছর বা তার চেয়ে বেশি সময়কাল কিন্তু ৫ বছরের চেয়ে কম সময় মেয়াদের জন্য যে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, তাকে মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা বলে।

খ সৃজনশীল ৩নং এর 'খ' প্রশ্নের উত্তর দেখো।

গ সৃজনশীল ৮নং এর 'গ' প্রশ্নের উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৮নং এর 'ঘ' প্রশ্নের উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ১৪ সিরাজ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের গবেষণা কর্মকর্তা। তার বন্ধু জাকির শিল্প মন্ত্রণালয়ে চাকরি করেন। জাকির সিরাজকে প্রশ্ন করেন, দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা হতে উত্তরণের জন্য কি করা উচিত? উত্তরে সিরাজ বলল, শুধু কৃষি নিয়ে পড়ে থাকলে চলবে না। অর্থনীতির প্রতিটি খাতের জন্য সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করতে হবে। অতঃপর তা অর্জনের জন্য এক, পাঁচ বা দীর্ঘ সময়ে বাস্তবায়নযোগ্য উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। এসব পরিকল্পনা পূর্ণরূপে বাস্তবায়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন করা সম্ভব। */রা. বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ৯/*

- ক. আঞ্চলিক পরিকল্পনা কাকে বলে? ১
- খ. দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি কীভাবে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা পালন করতে পারে? ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকের আলোকে উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রকারভেদ আলোচনা করো। ৩
- ঘ. তুমি কি মনে কর, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গৃহীত বিভিন্ন মেয়াদি পরিকল্পনার মধ্যে আন্তঃসংযোগ আবশ্যিক? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৪

১৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো একটি দেশের বিশেষ অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষ যে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে, তাকে আঞ্চলিক পরিকল্পনা বলা হয়।

খ দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের দ্বারা জন্মহার হ্রাসের মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে। দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মূল লক্ষ্য হলো দরিদ্র জনগণের আয় বৃদ্ধি করা। অর্থাৎ নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দরিদ্র জনগণকে উৎপাদন কাজে নিয়োজিত করা, যা এই জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধি করবে এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে। উন্নত জীবনযাপন করায় দরিদ্র জনগণের মৃত্যুহার হ্রাস পাবে, যা প্রকারান্তরে জন্মহারকেও কমাতে পারে। এতে করে দেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে আসবে।

গ উদ্দীপকের আলোকে (তথা সময়ের ভিত্তিতে) উন্নয়ন পরিকল্পনাকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

স্বল্পমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা: যে উন্নয়ন পরিকল্পনা এক বছর বা দুই বছরের জন্য করা হয়, তাকে স্বল্পমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা বলা হয়। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে, একটি আর্থিক বছরের মধ্যে বাস্তবায়নযোগ্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকেই স্বল্পমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা বলে।

মধ্যমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা: যে উন্নয়ন পরিকল্পনা এক বছরের বেশি কিন্তু পাঁচ বছরের কম সময়ের জন্য প্রণীত হয়, তাকে মধ্যমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা বলে। এ পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হলো আর্থ-সামাজিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যমাত্রাগুলোর দ্রুত বাস্তবায়ন।

দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা: দীর্ঘকালীন প্রেক্ষাপটে কিছু উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে পরিকল্পনা ১০ থেকে ২৫ বছর সময়ের জন্য প্রণীত হয়, তাকে দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা বলে।

ঘ উন্নয়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া। এজন্য বিভিন্ন মেয়াদে গৃহীত উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্যে আন্তঃসংযোগ থাকা আবশ্যিক। নিচে বিষয়টি উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করা হলো—

সাধারণত কয়েকটি স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার মাধ্যমে মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়। আবার, কয়েকটি মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনার মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়।

বর্তমানে বাংলাদেশে ২০১০-২০২১ অর্থবছর পর্যন্ত দশ বছর মেয়াদি একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন চলছে। যার লক্ষ্য হচ্ছে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা। এ লক্ষ্যে ২০১০-২০১৫ সাল সময়ের জন্য ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে। এই স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ব্যর্থ হলে মধ্যমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ব্যর্থ হবে। যার ফলশ্রুতিতে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বা 'বৃপকল্প ২০২১' পূরণে বাংলাদেশ ব্যর্থ হবে। অর্থাৎ ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ব্যর্থ হলে বাংলাদেশ ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যমাত্রা বিঘ্নিত হবে। কাজেই, স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা মধ্যমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনার পরিপূরক। আবার, মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার পরিপূরক।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলতে পারি, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গৃহীত বিভিন্ন মেয়াদি পরিকল্পনার মধ্যে আন্তঃসংযোগ আবশ্যিক।

১৫ ২০১০ সালে বাংলাদেশ সরকার 'বৃপকল্প-২০২১' নামে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে। উক্ত পরিকল্পনাকে বাস্তবায়ন করার জন্য ২০১১-২০১৫ সাল সময়সীমার ভিত্তিতে আরেকটি উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এই উন্নয়ন পরিকল্পনায় চালিকাশক্তি হিসেবে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া ২০১৫ সালের মধ্যে শতভাগ শিশুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিট ভর্তি নিশ্চিতকরণ, সুপেয় পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণসহ পদ্মা সেতু নির্মাণ, ই-গভর্নেন্স চালুকরণসহ ইত্যাদি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে।

/য. বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ৯/

- | | |
|--|---|
| ক. উন্নয়ন পরিকল্পনা কী? | ১ |
| খ. বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনাকে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা বলা হয় কেন? | ২ |
| গ. উদ্দীপকের আলোকে ২০১১-২০১৫ সালের জন্য গৃহীত পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ কী কী? | ৩ |
| ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পরিকল্পনায় বর্ণিত লক্ষ্যমাত্রা ছাড়া আর কোন কোন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হতে পারে বলে তুমি মনে করো? | ৪ |

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য গৃহীত সুচিন্তিত ও সুবিবেচিত সিদ্ধান্তকে উন্নয়ন পরিকল্পনা বলে।

খ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা একটি আর্থিক বছরের জন্য প্রণীত হয় বলে একে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা বলা হয়।

কোনো দেশ দ্রুত উন্নয়নের লক্ষ্যে এক বছর সময়ের জন্য যে পরিকল্পনা গ্রহণ করে, তাকে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বলা হয়। একে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনাও বলা হয়। কারণ এক বছর বা তার কম সময়ের জন্য প্রণীত পরিকল্পনাকে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা বলে। বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা সাধারণত সরকারের বার্ষিক বাজেট হিসাবের সাথে সংগতি রেখে প্রণয়ন করা হয়।

গ বাংলাদেশ সরকার 'বৃপকল্প ২০২১' নামে উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০১১-২০১৫ মেয়াদের জন্য ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

সরকারের এ পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হলো উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন তথা দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যা বর্তমানের ৩১.৫% থেকে ১৫%-এ নামিয়ে আনা এবং ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্যান্য প্রধান প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ:

১. স্বতন্ত্র ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন।
২. ঋণ বৈষম্য হ্রাসকরণ।
৩. ICT-এর সুবিধা অর্জনের মাধ্যমে দেশকে ডিজিটালাইজড করা।
৪. খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
৫. শতভাগ শিশুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিট ভর্তি নিশ্চিতকরণ।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বর্ণিত লক্ষ্যমাত্রা ছাড়াও অন্যান্য যে সকল লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হতে পারে বলে আমি মনে করি, সেগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো—

জ্বালানি ও অবকাঠামোগত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা যেতে পারে। যেমন— বিদ্যুতের উৎপাদন ২০২০ সাল নাগাদ ১৫,৪৫৭ মেগাওয়াট থেকে ১৭,০০০ মেগাওয়াটে উন্নীত করা। প্রধান প্রধান শহরগুলোতে মেট্রো ট্রেন চালু করা, জ্বালানি দক্ষতা ১৫% বাড়ানো এবং বিভিন্ন সেতু ও রাস্তাঘাট নির্মাণ ইত্যাদি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের মাধ্যমে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা যেতে পারে। উৎপাদনশীল বনের আওতা ৫% বৃদ্ধি করা। শিল্প বর্জ্য নিঃসৃত হওয়ার পরিমাণ শূন্যে নামিয়ে আনা। আইসিটি শিক্ষা প্রাথমিক পর্যায় পর্যন্ত সম্প্রসারণ। ভূমি নিবন্ধন প্রক্রিয়াকে ডিজিটালাইজকরণ। সর্বস্তরে ই-গভর্ন্যান্স চালু করা। উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জন ও অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি। কৃষি ও অ-আনুষ্ঠানিক সেবা খাত থেকে শ্রমশক্তিকে উচ্চ উৎপাদনশীল ও শিল্প খাতে স্থানান্তরকরণ। সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ। দক্ষ শ্রমশক্তি রপ্তানি বৃদ্ধিকরণ।

উপর্যুক্ত লক্ষ্যমাত্রাগুলো অর্জনের মাধ্যমে বাংলাদেশ একটি/মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হতে পারে।

১৬ বজলার স্যার একদিন এদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে ক্লাসে বক্তৃতা করতে গিয়ে বললেন, বাংলাদেশে এ যাবৎ যতগুলো পরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে তাঁর মধ্যে ষষ্ঠ-পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা নানা দিক থেকে স্বতন্ত্র। উন্নয়ন পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রার ভিত্তিতে এমন কথা বলা যায়।

/য. বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ৯/

- | | |
|---|---|
| ক. উন্নয়ন পরিকল্পনা কী? | ১ |
| খ. দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বলতে কী বোঝ? | ২ |
| গ. এদেশে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য উদ্দীপকে উল্লিখিত পরিকল্পনার উদ্দেশ্যসমূহ লেখ। | ৩ |
| ঘ. উদ্দীপকের আলোকে ষষ্ঠ-পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার স্বাতন্ত্র্য বিশ্লেষণ করো। | ৪ |

১৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য গৃহীত সুচিন্তিত ও সুবিবেচিত সিদ্ধান্তকে উন্নয়ন পরিকল্পনা বলে।

খ সাধারণত দীর্ঘমেয়াদে বাস্তবায়নযোগ্য যেসব পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় তাকে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বলে।

একটি দেশে এমন কিছু প্রকল্প রয়েছে যা স্বল্পমেয়াদে বাস্তবায়ন করা যায় না। এসব প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার কিছু প্রেক্ষিত থাকে। সাধারণত ১০, ১৫, ২০ ও ২৫ বছর মেয়াদের ভিত্তিতে যে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় তাকে 'দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা' বলে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত ষষ্ঠ-পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্যতম একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে দ্রুত উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ। দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ষষ্ঠ-পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে আশ্রয়ণ প্রকল্প, একটি বাড়ি একটি খামার, ঘরে ফেরা, মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ, শিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর

পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান কর্মসূচি বাস্তবায়ন হয়েছে। এছাড়াও বয়স্ক ভাতা, স্বামী পরিত্যক্ত দুস্থ মহিলাদের ভাতা, অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা প্রভৃতি প্রদান করা হচ্ছে। এসব কর্মসূচি গ্রহণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে ২০২১ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনা। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দারিদ্র্য নিরসনের উদ্দেশ্যে গৃহীত কৌশলসমূহ হচ্ছে:

১. দরিদ্র অঞ্চলে উপার্জনক্ষম লোকের কাজের সুযোগ সৃষ্টি;
২. কৃষি, শিল্প ও সেবাখাতে উৎপাদন বৃদ্ধি। পল্লি উন্নয়ন ও পল্লি অবকাঠামো নির্মাণ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়ন;
৩. শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার ও পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও পুষ্টি খাতে সরকারি ব্যয়ে আঞ্চলিক বৈষম্যের বিষয়টির ওপর গুরুত্বারোপ করা;
৪. দরিদ্রের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক অর্থায়নের ব্যবস্থা করা। দীর্ঘমেয়াদি 'রূপকল্প-২০২১' এর মধ্যমেয়াদি কার্যক্রম হিসেবে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মৌলিক উদ্দেশ্য হচ্ছে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী জনগণের সংখ্যা বর্তমানের ৩১.৫ শতাংশ থেকে ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনা।

উদ্দীপকে উল্লিখিত ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মৌলিক উদ্দেশ্য হিসেবে ২০১৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশের দারিদ্র্যের হার নেমেছে ২৭% এবং রূপকল্প ২০২১ সালের মধ্যে সেই হার ১৫% এ নামিয়ে আনা সম্ভব হবে।

খ প্রেক্ষাপট, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও নীতি কৌশল ইত্যাদির দিক থেকে অন্য পাঁচটি পঞ্চবার্ষিকী উন্নয়ন পরিকল্পনার থেকে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কিছুটা ভিন্নধর্মী।

প্রথমত, ২০০২ থেকে ২০০৪, ২০০৫ থেকে ২০০৭ এবং ২০০৮ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত অন্তর্বর্তী সময়ের জন্য তিনটি দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্র (PRSP) গ্রহণ করা হয়। এ তিনটি দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্রের অভিন্ন ও প্রধান লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশে কার্যকর দারিদ্র্য নিরসন কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে সামষ্টিক আঙ্গিকে পরবর্তী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের পথ সুগম করা। কিন্তু ৩য় দারিদ্র্য নিরসন কর্মসূচির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (২০১০-২০১১ থেকে ২০১৪-২০১৫) শুরু হয়। সুতরাং বিগত পাঁচটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অপেক্ষা কিছুটা ভিন্নতর প্রেক্ষাপটে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজ হাতে নেওয়া হয়।

দ্বিতীয়ত, ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রাগুলো প্রেক্ষিত পরিকল্পনার আওতার মধ্যেই নির্ধারিত ও বাস্তবায়িত হবে। ষষ্ঠ পরিকল্পনা শেষে এবং লক্ষ্যমাত্রার সফল বাস্তবায়ন বাংলাদেশকে ডিশন-২০২১ ও MDG অর্জনে সহায়তা করবে।

তৃতীয়ত, ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার জন্য গৃহীত উন্নয়ন কৌশলেও কিছুটা ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। এ পরিকল্পনার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি উন্নয়ন কৌশল হলো— খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং এ প্রসঙ্গে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিকূল প্রভাব হ্রাস। পরিবেশ সংরক্ষণমূলক উন্নয়ন পন্থতি গ্রহণ। দুর্নীতি হ্রাস ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা। শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা। ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতির প্রধান লক্ষ্য ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা।

পরিশেষে বলা যায়, ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার এ উন্নয়ন কৌশল অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলকে ছাড়িয়ে সামষ্টিক সামাজিক ক্ষেত্রগুলোকে বিবেচনায় নিয়েছে বলে মনে হয়। এভাবে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিগত পাঁচটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার গতানুগতিক কাঠামো থেকে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার স্বাতন্ত্র্য আংশিকভাবে হলেও দৃশ্যমান।

প্রশ্ন ১৭ অর্থনৈতিক উন্নয়ন একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া। 'রূপকল্প-২০২১' এবং সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জনের জন্য বাংলাদেশ সরকার বিশেষ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ ২০১০-১১ থেকে ২০১৪-১৫ এর জন্য যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তাই বাংলাদেশের ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বলে পরিচিত। পরিকল্পনার প্রেক্ষিত, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রাসমূহের ভিত্তিতে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা নানা দিক থেকে স্বতন্ত্র।

চ. বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ৯।

- ক. বাংলাদেশে দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদকাল কত ছিল? ১
- খ. 'অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য 'পরিকল্পনা প্রয়োজন'— ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) খাতের লক্ষ্যমাত্রাগুলোর বিবরণ দাও। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অন্যান্য পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা থেকে স্বতন্ত্র— বিশ্লেষণ করো। ৪

১৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক. বাংলাদেশের দ্বি-বার্ষিকী পরিকল্পনার মেয়াদকাল ছিল— ১লা জুলাই ১৯৭৮ সাল থেকে ৩০ শে জুন ১৯৮০ সাল পর্যন্ত।

খ. অর্থনৈতিক উন্নয়নের সফল দেশের সকল অঞ্চলের লোকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য, দেশের প্রায় সর্ব অঞ্চলেই উন্নয়ন ঘটানো দরকার। এর ফলে দেশে উন্নয়ন সুখম হয়। অবশ্য এর জন্য সৃষ্টি ও বাস্তবভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ আবশ্যিক।

ব্যাপকভিত্তিতে দেশের প্রায় সকল অঞ্চলকে একসাথে উন্নয়ন ঘটানোর জন্য সুপরিকল্পিত সুচিন্তিত ও বাস্তবসম্মত চিন্তা-ভাবনা দরকার যা কেবল একটি কার্যকর পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে সম্ভব। তাই বলা যায়, সুখম উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা প্রয়োজন।

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাটি হলো ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) খাতের লক্ষ্যমাত্রাগুলো হলো—

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আওতা বাংলাদেশে গবেষণা ও উন্নয়ন ক্ষেত্রে ২০১৫ থেকে ২০২১ সাল নাগাদ সরকারি ব্যয় যথাক্রমে জিডিপির ১ শতাংশ ও ১.৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৩ সাল নাগাদ মাধ্যমিক স্তরে ও ২০২১ সাল নাগাদ প্রাথমিক স্তরে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা, সকল ইউনিয়ন পর্যায়ে ইন্টারনেট সুবিধাসহ টেলিযোগাযোগ কেন্দ্র স্থাপন, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অন্তত পাঁচটি কম্পিউটারসহ কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন, সরকারের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এবং সকল জেলায় ই-গভর্নেন্স চালু করা, ঢাকার সকল থানায় ইলেক্ট্রনিক্স পন্থতিতে ডিডি এবং এফআইআর পন্থতি চালুকরণ। দেশে টেলিফোন সুবিধা অন্তত ৭০ ভাগ বৃদ্ধি করা, সমগ্র দেশে ওয়্যারলেস ব্রডব্যান্ড (Wi Max) প্রবর্তন করা, ব্রডব্যান্ড সেবা ৩০ শতাংশ পর্যন্ত সম্প্রসারণ, ভূমি তথ্যাদির ক্ষেত্রে ডিজিটাল পন্থতি চালু করা হলো এ পরিকল্পনার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতের লক্ষ্যমাত্রা। উপরিউক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহকে সামনে রেখে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে।

ঘ. সৃজনশীল ১৬নং এর 'ঘ' প্রশ্নের উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ১৮



রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ১১।

- ক. ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মেয়াদকাল কোনটি? ১
- খ. নির্দেশভিত্তিক পরিকল্পনায় অবাধ বাজার প্রক্রিয়াকে প্রশ্রয় দেয়া হয় না— ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. 'ক' পরিকল্পনার সাথে 'খ' পরিকল্পনার পার্থক্য লেখ। ৩
- ঘ. উভয় প্রকার পরিকল্পনাই একটি দেশের সার্বিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে— ব্যাখ্যা করো। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মেয়াদকাল হলো ২০১১-২০১৫ সাল।

খ. সৃজনশীল ১১নং এর 'খ' প্রশ্নের উত্তর দেখো।

১ উদ্দীপকের 'খ' দেশের পরিকল্পনা হলো স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা। অন্যদিকে 'ক' দেশের পরিকল্পনাটি হলো দীর্ঘমেয়াদি। নিচে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার মধ্যে বিদ্যমান পার্থক্যসমূহ আলোচনা করা হলো—

প্রথমত, সাধারণত স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার সময়সীমা সর্বোচ্চ পাঁচ বছর হতে পারে। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার সময়সীমা ১০ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

দ্বিতীয়ত, স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনায় ব্যক্তির ক্ষুদ্র স্বার্থ সংরক্ষণের বিষয়টি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিবেচনা করা হয়। অন্যদিকে, দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় ব্যক্তির ক্ষুদ্র স্বার্থের চেয়ে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের ওপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়।

তৃতীয়ত, অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার কার্যকারিতা তুলনামূলকভাবে কম হলেও অর্থনৈতিকভাবে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার কার্যকারিতা অত্যন্ত বেশি।

চতুর্থত, স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার ব্যাপকতা অত্যন্ত ক্ষুদ্র। যেমন— দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ইত্যাদি। অন্যদিকে, দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় ব্যাপকতা বৃহৎ। যেমন— প্রেক্ষিত পরিকল্পনা। পঞ্চমত, রাষ্ট্রীয় সাময়িক কোনো পরিস্থিতির সৃষ্টি, খাদ্য পরিস্থিতির উন্নয়ন, প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিরূপ পরিস্থিতির মোকাবিলার ক্ষেত্রে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা ব্যবহৃত হয়। পঞ্চান্তরে, বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প, কৃষিতে কারিগরি পরিবর্তন, পরিবেশগত উন্নয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

২ উন্নয়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া। এজন্য বিভিন্ন মেয়াদে গৃহীত উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্যে আন্তঃসংযোগ থাকলে একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। নিচে বিষয়টি উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করা হলো—

সাধারণত কয়েকটি স্বল্পমেয়াদি বা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়। আবার, কয়েকটি মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনার মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়। প্রকৃতপক্ষে অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যই বিভিন্ন মেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

বর্তমানে বাংলাদেশে ২০১০-২০২১ অর্থবছর পর্যন্ত দশ বছরমেয়াদি একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন চলছে। যার লক্ষ্য হচ্ছে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা। এ লক্ষ্যে ২০১০-২০১৫ অর্থবছর সময়ের জন্য ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে। এই স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ব্যর্থ হলে মধ্যমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ব্যর্থ হবে। যার ফলশ্রুতিতে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বা 'বৃপকল্প ২০২১' পূরণে বাংলাদেশ ব্যর্থ হবে। অর্থাৎ ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ব্যর্থ হলে বাংলাদেশ ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে না। কাজেই, স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা মধ্যমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনার পরিপূরক। আবার, মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার পরিপূরক।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলতে পারি, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন মেয়াদি পরিকল্পনার মধ্যে আন্তঃসংযোগ আবশ্যিক। অর্থাৎ উদ্দীপকে উল্লিখিত স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি উভয় পরিকল্পনাই একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

৩ ১৯৭৩ সাল হতে ২০১৬ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে ৬টি পঞ্চবার্ষিকী ও একটি দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। এই পরিকল্পনাগুলোর মূল লক্ষ্য দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন এবং ২০২১ সাল নাগাদ দারিদ্র্যের হার ১৫%-এ নামিয়ে আনা। (২০১০-২০১১) সালের প্রেক্ষিতে পরিকল্পনাকে লক্ষ্য করে ষষ্ঠ-পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

(ডিকারুনিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ১১/)

- ক. পরিকল্পনা কী? ১
খ. দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাকে কেন-প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বলা হয়? ২
গ. ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্যসমূহ বর্ণনা করো। ৩
ঘ. ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দারিদ্র্য বিমোচনে কতটা সফল হয়েছে— তা মূল্যায়ন করো। ৪

ক. একটি নির্দিষ্ট সময়ে পূর্ব নির্ধারিত সুনির্দিষ্ট কতকগুলো অর্থনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক প্রাপ্ত সম্পদের সুষ্ঠু ও সচেতন ব্যবহারকে পরিকল্পনা বলে।

খ. দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার কিছু প্রেক্ষিত থাকে। তাই দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাকে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বলা হয়।

ধরাবাহিক উন্নয়নের জন্য এমন কিছু প্রকল্প এবং আর্থ-সামাজিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জন করা প্রয়োজন হয় যা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা যায় না। সেজন্য আরও বেশি সময় ও ব্যাপকতর নীতি-কৌশল অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এসব দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প বাস্তবায়ন ও মৌলিক কিছু সামষ্টিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয়। তাই এ ধরনের পরিকল্পনাকে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বলে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনার মেয়াদ সাধারণত ন্যূনতম দশ বছর হয়ে থাকে।

গ. উদ্দীপকের পরিকল্পনাটি ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা যার উদ্দেশ্যসমূহ নিচে ব্যাখ্যা করা হলো—

৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাটি একটি স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা। ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার 'বৃপকল্প-২০২১' নামে একটি চ্যালেঞ্জ বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেয়। কিছু সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য বাস্তবায়নের মাধ্যমে চ্যালেঞ্জটি পূরণ করা হবে। এই লক্ষ্যসমূহ দুটি স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার মাধ্যমে ভাগ করা হয়, যার প্রথমটি হচ্ছে ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক প্রকল্প, মেয়াদকাল ২০১১-২০১৫ সাল। কিছু সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে পরিকল্পনাটি প্রণয়ন করা হয়। উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জন করে দারিদ্র্য বিমোচন করা এর প্রধান উদ্দেশ্য। খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি বহুগুণে বৃদ্ধি করে খাদ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা তথা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা এর অন্যতম উদ্দেশ্য। দেশের জনসংখ্যার অর্ধেকই নারী। তাই এই নারী সমাজকে বাদ দিয়ে কোনো প্রকার উন্নয়ন সম্ভব নয়। নারী সমাজকে উন্নয়নের মূল স্রোতে সম্পৃক্ত করা তথা নারীর ক্ষমতায়ন এই প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য। বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবিলার জন্য টেকসই পরিবেশ উন্নয়ন নিশ্চিত করা এ প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। তাছাড়া মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে মূলধন গঠনের হার বৃদ্ধি করা, আইসিটির মাধ্যমে দেশকে ডিজিটালাইজেশন করা এর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

উদ্দীপকের প্রকল্পটিতে বর্তমান সরকার দেশকে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' হিসেবে গড়ে তোলার জন্য উপরের উদ্দেশ্যগুলোর সমন্বয়ে একটি ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, যা 'বৃপকল্প ২০২১' কে প্রতিনিধিত্ব করে। সুতরাং, বাংলাদেশকে উন্নত দেশের কাতারে দাঁড়াতে হলে অবশ্যই উক্ত উদ্দেশ্যগুলো পূরণ করতে হবে।

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে দারিদ্র্য বিমোচনে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সফলতা নিচে বিশ্লেষণ করা হলো—

দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ষষ্ঠ-পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে আশ্রয়ন প্রকল্প, একটি বাড়ি একটি খামার, ঘরে ফেরা, মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ, শিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান কর্মসূচি বাস্তবায়ন হয়েছে। এ ছাড়াও বয়স্ক ভাতা, স্বামী পরিত্যক্ত দুস্থ মহিলাদের ভাতা, অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা প্রভৃতি প্রদান করা হচ্ছে। এসব কর্মসূচি গ্রহণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে ২০২১ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনা।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, ১৯৭৩ সাল হতে ২০১৬ সাল পর্যন্ত ৬টি পঞ্চবার্ষিক ও একটি দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এসব পরিকল্পনার মধ্যে ষষ্ঠ-পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দারিদ্র্য বিমোচনকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এর ফলশ্রুতিতে দেশে দারিদ্র্যের হার হ্রাস পেয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে দারিদ্র্যসীমার নিচে ২৩.৫% লোক বাস করে। ২০২১ সাল নাগাদ তা ১৫% এ নামিয়ে আনা হবে।

ষষ্ঠ-পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রাগুলো বাস্তবায়নে যথাযথ উদ্যোগ নেওয়ায় বাংলাদেশে নতুন অনেক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া মানুষের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়ে ১৭৫১ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। তাই পরিশেষে বলা যায়, ষষ্ঠ-পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দারিদ্র্য বিমোচনে যথেষ্ট সফল হয়েছে।

প্রশ্ন ২০ বর্তমান সরকার বৃষকল্প ২০১০-২০২১ এর আওতায় ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (২০১০-২০১৫) গ্রহণ করেছিল। উক্ত পরিকল্পনার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে যা বাস্তবায়নধীন। এর পাশাপাশি ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ৯২ হাজার ৫শত কোটি টাকার বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল যার অন্তর্গত ১২৫টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত ছিল। সরকার আশা করছে এসব উন্নয়ন পরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব এবং ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার সম্ভব। /আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিবিল, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৮/

- ক. ঘূর্ণায়মান পরিকল্পনা কী? ১
- খ. স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার ভিত্তি রচনা করে বুঝিয়ে লেখ। ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পরিকল্পনার শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর। ৩
- ঘ. পরিকল্পনা যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সম্ভব তুমি কি এ বিষয়ে একমত? বিশ্লেষণ কর। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে পরিকল্পনার সময় অবিচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকে, তাকে ঘূর্ণায়মান পরিকল্পনা বলে।

খ দীর্ঘমেয়াদে (যেমন- ১০ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে) সুনির্দিষ্ট কতগুলো অর্থনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে পরিকল্পনা প্রণীত হয় তাই হলো দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা; আর সর্বাধিক ৫ বছরের জন্য যে পরিকল্পনা প্রণীত হয় তাই হলো স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা।

দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার বাস্তবায়ন বহু বছর ধরে চলে বলে একে একাধিক স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনায় বিভক্ত করে ধাপে ধাপে এর বাস্তবায়ন করা হয়। তাই একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার সাফল্য এর অন্তর্গত স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনাগুলোর সাফল্যের ওপর নির্ভর করে। এজন্যই বলা হয় 'স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার ভিত্তি রচনা করে'।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত পরিকল্পনাগুলোকে সময়ের ভিত্তিতে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। নিচে তা আলোচনা করা হলো।

স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা: স্বল্পমেয়াদি কিছু সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, তাকে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা বলে। এ পরিকল্পনার মধ্যে এমন ধরনের কর্মসূচি, প্রকল্প ও লক্ষ্য অন্তর্ভুক্ত থাকে যেগুলো জাতীয় স্বার্থে অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই বাস্তবায়িত হওয়া প্রয়োজন। প্রচলিত অর্থে বাংলাদেশের দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনাগুলোকে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা বলা যায়।

মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা: কতগুলো সুনির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ৩ বছর বা তার চেয়ে বেশি সময়কাল কিন্তু ৫ বছরের চেয়ে কম সময় মেয়াদের জন্য যে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, তাকে মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা বলে। যেমন, বাংলাদেশে ১৯৭৮ সালে প্রণীত দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা হলো মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা। এ পরিকল্পনার মধ্যে এমন ধরনের কর্মসূচি, প্রকল্প ও লক্ষ্য অন্তর্ভুক্ত থাকে যেগুলো জাতীয় স্বার্থে অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই বাস্তবায়িত হওয়া প্রয়োজন। প্রচলিত অর্থে বাংলাদেশের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকেও মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা বলা হয়।

দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা: সাধারণত দীর্ঘমেয়াদে বাস্তবায়নযোগ্য যেসব পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, তাকে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বলে। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাকে আবার প্রেক্ষিত পরিকল্পনাও বলা হয়। সাধারণত ১৫, ২০ ও ২৫ বছর মেয়াদের ভিত্তিতে যে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় তাকে 'দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা' বলে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত পরিকল্পনা যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সম্ভব বলে আমি মনে করি।

বাংলাদেশে দারিদ্র্যের উচ্চহার হ্রাসের জন্য সরকার অনেক আগে থেকেই দারিদ্র্য বিমোচনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে আসছে। এর মধ্যে রয়েছে দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্র; বয়স্ক দুস্থ মহিলা,

অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা, প্রতিবন্ধী, এতিম প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন ভাতা প্রদান; কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি, গৃহায়ন তহবিল গঠন, কর্মসংস্থান ব্যাংক প্রতিষ্ঠা; একটি বাড়ি একটি খামার প্রভৃতি। সরকারের দারিদ্র্য বিমোচনের এসব কর্মসূচি সফল হলে দেশে দারিদ্র্যের হার কমবে এবং জনসাধারণের আয় বাড়বে।

দেশকে দ্রুত উন্নত করতে হলে এর মানবসম্পদকে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য সরকার ইতোমধ্যে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এগুলো হলো: প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে শতকরা শতভাগ এনরোলমেন্ট; সারা দেশে পঞ্চম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষা; বছরের শুরুতে বিনামূল্যে বই বিতরণ; প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি; সুবিধাবঞ্চিত স্কুল-বহির্ভূত ঝরে পড়া এবং শহরের কর্মজীবী শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় আনা ইত্যাদি। এসবের ফলে ভবিষ্যতে শিক্ষিত শ্রমিকের যোগান বাড়লে উৎপাদন ও আয় বাড়বে। এছাড়াও আইসিটি তথা তথ্যপ্রযুক্তি বর্তমান বিশ্বে সর্ব প্রকার উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সুষ্ঠু উপায়ে পরিচালনার অন্যতম হাতিয়ার। সরকার তাই তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার শেখার জন্য স্কুল থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত কম্পিউটার শিক্ষাক্রম চালু করেছে। দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টির জন্য সরকার শিক্ষার সকল স্তরে আইসিটি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেছে। তাছাড়া আইসিটি শিক্ষার ব্যবহার বৃদ্ধি করার জন্য সকল ইউনিয়নে বিনামূল্যে ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান করেছে। এ সবই ভবিষ্যতে মানবসম্পদ উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হার হ্রাসে ভূমিকা রাখবে।

সুতরাং বলা যায়, প্রেক্ষিতে পরিকল্পনার উল্লিখিত লক্ষ্যগুলো অর্জিত হলে বাংলাদেশ একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে।

প্রশ্ন ২১ প্রত্যেক ব্যক্তি এবং দেশ উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করে থাকে। X দেশের সরকার ২০০৮ সালে ২০২১ এবং ২০৪০ সালকে টার্গেট করে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে নিয়োজিত হয়েছে। এ ছাড়া প্রতিবছর ওই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য বার্ষিক বাজেট বাস্তবায়ন এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাও বাস্তবায়ন করছে। একই সময়ে বাংলাদেশ সরকার প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাব, শিক্ষা ও প্রযুক্তিগত জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা, আয়বৈষম্য এবং দরিদ্রতার মধ্যে থেকেও অনুরূপ পরিকল্পনা গ্রহণ করায় ১৯৯১ সালে দারিদ্র্যের হার ৪০% থেকে বর্তমানে ১৪% এ নেমে এসেছে, সাফল্য এসেছে বহু ক্ষেত্রে। গত এক দশক যাবৎ বাংলাদেশের GDP প্রবৃদ্ধির হার ৭ শতাংশের কাছাকাছি অর্জিত হয়েছে। জীবনযাত্রার মানও বৃদ্ধি পেয়েছে। /নটর ডেম কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ১/

- ক. বস্তুগত (Physical) পরিকল্পনা কী? ১
- খ. প্রচলিত 'Golden GPA' প্রাপ্তির জন্যও পরিকল্পনার প্রয়োজন— বুঝিয়ে দেখ। ২
- গ. উদ্দীপকে উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রকারভেদ চিত্রিত কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে X দেশের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের কী অভিজ্ঞতা বর্ণিত হয়েছে? তা ব্যাখ্যা কর। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যখন কোনো পরিকল্পনা বস্তুগত সম্পদের ভিত্তিতে করা হয় এবং লক্ষ্যমাত্রাগুলোও সেভাবে স্থির করা হয় তখন তাকে বস্তুগত পরিকল্পনা বলে।

খ প্রচলিত 'Golden GPA' প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু পরিকল্পনা। পরিকল্পনা ছাড়া উন্নয়ন সম্ভব নয়। এজন্য বর্তমান যুগকে পরিকল্পনার যুগ বলা হয়। কেননা সুনির্দিষ্ট ও সুচিন্তিত উপায়ে পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা গেলে প্রত্যাশিত উন্নয়ন সম্ভব হয়। যেমন- একজন শিক্ষার্থী যদি পরীক্ষায় আশানুরূপ ফলাফল করতে চায় তবে অবশ্যই তাকে সে অনুযায়ী পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে। তবেই প্রত্যাশিত ফলাফল সম্ভব হবে।

৭. উদ্দীপকে উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রকারভেদ নিম্নের প্রবাহ চিত্রে দেখানো হলো:



সাধারণত দীর্ঘমেয়াদে যেমন ১০ থেকে ২৫ বছর সময়ের মধ্যে বাস্তবায়নযোগ্য কোনো লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্বাচন করে যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় তা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বা প্রেক্ষিত পরিকল্পনা। আর এক বছর সময়সীমার মধ্যে প্রেক্ষিত পরিকল্পনার আওতাধীন কতগুলো সুনির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে বরাদ্দকৃত সম্পদের সুষ্ঠু দক্ষ ব্যবহার হচ্ছে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা। অন্যদিকে প্রেক্ষিত বা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাকে ভেঙে মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনায় রূপান্তর করা হয়। এরূপ পরিকল্পনায় সময়সীমা এক বছর অপেক্ষা বেশি এবং পাঁচ বছর অপেক্ষা কম সময় ধরা হয়। সাধারণত পাঁচ বছর মেয়াদি পরিকল্পনাকে মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা বলা হয়।

সুতরাং X দেশের সরকার ২০২১ এবং ২০৪০ সালকে টার্গেট করে যে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে নিয়োজিত রয়েছে তা প্রেক্ষিত পরিকল্পনা। আর এই প্রেক্ষিত পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য দেশটির সরকার বার্ষিক ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাও গ্রহণ করেছে। এতে করে দেশটিতে জনগণের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, দারিদ্র্য হ্রাস এবং GDP তে প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে।

৪. উদ্দীপকে X দেশের মতো বাংলাদেশেও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। এর মধ্যে সর্বশেষ পরিকল্পনাটি হলো (২০১০-২০২১) সাল মেয়াদি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা।

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা হচ্ছে দীর্ঘকালীন প্রেক্ষাপটে কিছু অর্থনৈতিক-সামাজিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য গৃহীত পরিকল্পনা। এ ধরনের পরিকল্পনার বাস্তবায়ন বহুবছর ধরে চলে বলে একে একাধিক স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনায় বিভক্ত করে ধাপে ধাপে এর বাস্তবায়ন করা হয়। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত প্রেক্ষিত পরিকল্পনাটি ধাপে ধাপে বাস্তবায়নের জন্য একে দুটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিভক্ত করেছে। তবে এই স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ব্যর্থ হলে মধ্যমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ব্যর্থ হবে। যার ফলশ্রুতিতে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাও ব্যর্থ হবে। তাছাড়া কিছু সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে পরিকল্পনাটি প্রণয়ন করা হয়। এর মধ্যে উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জন করে দারিদ্র্য বিমোচন করা এর প্রধান উদ্দেশ্য। ইতিমধ্যে এ পরিকল্পনাটি দারিদ্র্য বিমোচন হ্রাস, প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে। স্বাধীনতা উত্তরকালে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও দ্রুত উন্নয়নের লক্ষ্যে পর পর কয়েকটি উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। তবে এসব পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত রচিত হলেও পরিকল্পনাগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের লক্ষ্যমাত্রাগুলো অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। তারপরও বাংলাদেশের অর্থনীতির নানা ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি হয়েছে তা উন্নয়ন পরিকল্পনারই সূফল।

সুতরাং বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহের অভিজ্ঞতা খুব একটা সুখকর নয়।

১২. বাংলাদেশ একটি স্বল্প আয়ের দেশ। বাংলাদেশ সরকার দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির কথা মাথায় রেখে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সরকার একটি পরিকল্পনায় দেশে দারিদ্র্যের অনুপাত ৬.২ শতাংশে নামিয়ে আনার চেষ্টা করেছে। প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৭.৩% হারে উন্নীত করার চেষ্টা চলছে, কর্মসংস্থান প্রায় ২৫% এ উন্নীত করার পরিকল্পনা রয়েছে। এ লক্ষ্যে সরকার নতুন প্রযুক্তির দিকে গুরুত্ব দিচ্ছে। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, মানব সম্পদ উন্নয়ন, অবকাঠামোর উন্নয়ন, লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ পরিবেশগত টেকসই উন্নয়ন ইত্যাদির ওপর জোড় দিয়েছেন।

(ঢাকা কলেজ | প্রশ্ন নং ১১)

- ক. উন্নয়ন পরিকল্পনা কী? ১
খ. স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার প্রয়োজন কেন? ২
গ. উদ্দীপকে কোন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কথা বলা হয়েছে?— ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পরিকল্পনা সফল করার জন্য গৃহীত সরকারি পদক্ষেপসমূহ কতটুকু কার্যকর?—যুক্তি দাও। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. একটি নির্দিষ্ট সময়ে পূর্ব-নির্ধারিত কতগুলো অর্থনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক প্রাপ্ত সম্পদের সুষ্ঠু ও সচেতন ব্যবহারকে উন্নয়ন পরিকল্পনা বলে।

খ. স্বল্পমেয়াদি কতগুলো সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার প্রয়োজন।

স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার মধ্যে এমন কিছু কর্মসূচি, প্রকল্প ও লক্ষ্য অন্তর্ভুক্ত থাকে যেগুলো জাতীয় স্বার্থে অল্পকয়েক বছরের মধ্যেই বাস্তবায়িত হওয়া প্রয়োজন। সাধারণত স্বল্প মেয়াদি পরিকল্পনার মেয়াদকাল সর্বোচ্চ পাঁচ বছর হতে পারে। স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার মাধ্যমে উন্নয়ন পরিকল্পনায় গৃহীত কর্মসূচির সফলতা ও ব্যর্থতা মূল্যায়ন করা হয়। যেকোনো পরিস্থিতিতে এটিকে পরিবর্তন করা যায়। রাষ্ট্রে সাময়িক কোনো পরিস্থিতির সৃষ্টি, খাদ্য পরিস্থিতির উন্নয়ন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন পরিস্থিতির মোকাবিলার ক্ষেত্রে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা ব্যবহৃত হয়। তাই উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়নের স্বার্থে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা প্রয়োজন হয়।

গ. উদ্দীপকে বাংলাদেশের ৬ষ্ঠ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার কথা বলা হয়েছে। যা নিচে ব্যাখ্যা করা হলো—

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা [এমজিডি-মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলস] অর্জনের জন্য বাংলাদেশ সরকার তার প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, রূপকল্প-২০২১ প্রণীত করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ ২০১১-১৫ মেয়াদের জন্য যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে তা বাংলাদেশের ষষ্ঠ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা বলে পরিচিত।

ষষ্ঠ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্যগুলো হলো— একটি ধর্মনিরপেক্ষ, প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন; পরিবেশবান্ধব ও অনুকূল শিল্পায়ন কৌশল গ্রহণ, পর্যাপ্ত অবকাঠামো সৃষ্টি, ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠন, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, দুর্নীতি দমন ইত্যাদি। এসব ছাড়াও টেকসই মানবসম্পদ উন্নয়ন, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানির পর্যাপ্ত সরবরাহ ইত্যাদি হলো এর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। সাতটি প্রধান ক্যাটাগরিতে অন্তর্ভুক্ত ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রাসমূহ হলো— উৎপাদন, আয় সৃষ্টি ও দারিদ্র্য হ্রাস, মানবসম্পদ উন্নয়ন, নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা লিঙ্গ সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি।

ষষ্ঠ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় উন্নয়ন কৌশলও রয়েছে; এগুলো হলো— উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, আঞ্চলিক সুসম উন্নয়ন, আয় বৈষম্য হ্রাস, সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা জোরদারকরণ, পরিবেশ সংরক্ষণমূলক উন্নয়ন পদ্ধতি, সুশাসন প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি।

ঘ. উদ্দীপকে বাংলাদেশের ষষ্ঠ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা সফল করার জন্য সরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। উদ্দীপকের আলোকে তার কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা হলো—

১. নতুন নতুন প্রযুক্তির ওপর গুরুত্ব প্রদান: ষষ্ঠ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ পূরণ ও লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনের জন্য প্রেক্ষিতে পরিকল্পনার অন্তর্গত 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' নির্মাণের প্রচেষ্টা চালানো হবে। সকল ইউনিয়ন পর্যায়ে ইন্টারনেট সুবিধাসহ টেলিযোগাযোগ কেন্দ্র স্থাপন, সরকারের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এবং সকল জেলায় ই-গভর্নেন্স চালু, সমগ্র দেশে ওয়ারলেস ব্রডব্যান্ড প্রবর্তন ইত্যাদিও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে স্বচ্ছ ও গতিশীল করে তুলবে।

২. খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ: খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উৎপাদনশীলতার উন্নয়ন এবং কৃষিক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রতিকূল প্রভাব হ্রাস করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। এক্ষেত্রে গৃহীত প্রধান পদক্ষেপগুলো হলো: উপকূল এলাকাসহ দেশের সর্বত্র বনভূমি আচ্ছাদন বৃদ্ধি, দূষণমুক্ত বায়ু নিশ্চিতকরণ, নদীর পানিতে শিল্পবর্জ্য মিশ্রণ প্রতিরোধ, খাল ও প্রাকৃতিক জলাশয়ে অবাধ পানিপ্রবাহ নিশ্চিতকরণ।

৩. লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ: পরিকল্পনায় সমগ্র উৎপাদন কর্মকাণ্ডে পুরুষের সাথে নারীদেরকেও সম্পৃক্ত করার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এ উদ্দেশ্যে গৃহীত পদক্ষেপগুলো হলো: মধ্যবর্তী শিক্ষাস্তরে পুরুষ-নারী অনুপাত বর্তমান ১০০:৩২ থেকে ১০০:৬০ এ উন্নীতকরণ, ২০ থেকে ২৪ বছর বয়স কাঠামোয় শিক্ষিত পুরুষ নারী অনুপাত বর্তমানের ১০০:৮৫ থেকে ১০০:১০০ তে উন্নীত করা। এর ফলে দেশে সমগ্র মানবসম্পদের উৎপাদনশীলতা বাড়বে এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

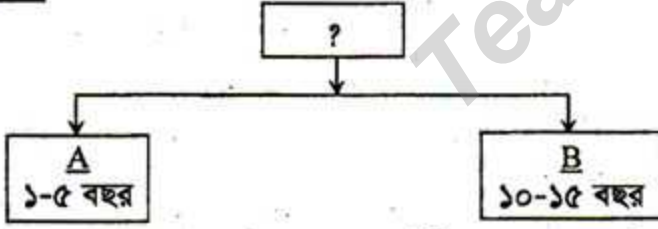
৪. মানবসম্পদ উন্নয়ন: ষষ্ঠ-পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রাথমিক শিক্ষায় নিট ভর্তির হার শতকরা ১০০ ভাগ অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ ছাড়াও মোট প্রজননের হার ২.২ শতাংশে হ্রাস করা ও জন্মনিরোধ ব্যবহার এর হার ৭২ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। এর মাধ্যমে মানবসম্পদের উন্নয়ন হবে এবং সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা সফল করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

৫. অবকাঠামোর উন্নয়ন: রাস্তাঘাট, যোগাযোগব্যবস্থা, কলকারখানার আধুনিকীকরণ ইত্যাদি অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন অনেকদূর এগিয়ে যাবে।

৬. পরিবেশগত টেকসই উন্নয়ন: ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কৌশলের একটি মূল উপাদান হলো উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় পরিবেশগত টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা। আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ ধারণা করছে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশ তীব্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এজন্য এ ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাথে মিলিতভাবে একটি গ্রহণযোগ্য ও কার্যকর সহযোগিতামূলক কৌশল অবলম্বনের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত পরিকল্পনা সফল করার জন্য গৃহীত সরকারি পদক্ষেপসমূহের কার্যকারিতা রয়েছে।

প্রশ্ন ২৩



[যদি ক্রম কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৮]

- ক. বার্ষিক পরিকল্পনা কী? ১
 খ. কেন আঞ্চলিক পরিকল্পনার প্রয়োজন হয়? ২
 গ. উদ্দীপকের 'প্রশ্নচিহ্নিত' বিষয়টির গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ৩
 ঘ. উদ্দীপকের A ও B অংশের মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. একটি আর্থিক বছরের মেয়াদ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যেসব উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয় তাকে বার্ষিক পরিকল্পনা বলে।

খ. অঞ্চলকেন্দ্রিক সমস্যাগুলোকে সঠিকভাবে সমাধান করার জন্য আঞ্চলিক পরিকল্পনার প্রয়োজন হয়।

যখন দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কোনো নির্দিষ্ট এলাকাকে কেন্দ্র করে প্রণয়ন করা হয় তখন তাকে আঞ্চলিক পরিকল্পনা বলা হয়।

আঞ্চলিক পরিকল্পনা দেশের ভৌগোলিক এবং প্রশাসনিক অঞ্চলকে কেন্দ্র করে করা হয়। স্থানীয় সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে জনগণের কল্যাণে স্থানীয় সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে এরূপ পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রয়োজন হয়।

গ. উদ্দীপকের প্রশ্নচিহ্নিত বিষয়টি দ্বারা উন্নয়ন পরিকল্পনাকে নির্দেশ করা হয়েছে। নিচে উন্নয়ন পরিকল্পনার গুরুত্ব বর্ণনা করা হলো—

কোনো দেশের সীমিত সম্পদ দ্বারা অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য সুনিশ্চিত ও সুপরিকল্পিত কর্মসূচিকে উন্নয়ন পরিকল্পনা বলা হয়। কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন মূলত পরিকল্পনার ওপর নির্ভরশীল। কেননা, মানুষের বিভিন্ন অভাব পূরণের উপযোগী দ্রব্যসমূহের উৎপাদন অনেকটাই প্রাকৃতিক সম্পদ প্রাপ্তি ও তার উপযুক্ত ব্যবহারের ওপর নির্ভর করে। সাধারণভাবে বলা যায়, প্রাকৃতিক সম্পদ বেশি হলে দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণও বেশি হয়। তবে একথা তখনই সত্য হয় যখন সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে সম্পদগুলোর কাঙ্ক্ষিত ব্যবহার ঘটে।

উপরের আলোচনায় একথা প্রতীয়মান হয় যে, দেশের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি উন্নয়ন পরিকল্পনার ওপরই বিশেষভাবে নির্ভরশীল।

ঘ. উদ্দীপকে 'A' অংশ দ্বারা স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা এবং 'B' অংশ দ্বারা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নির্দেশ করা হয়েছে। নিচে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হলো—

স্বল্পমেয়াদি কতগুলো সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় তাকে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা বলে। আর দীর্ঘমেয়াদি কোনো লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় তাকে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বলে। সাধারণত স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার মেয়াদ থাকে ১-৫ বছরের মধ্যে এবং এখানে ব্যক্তির ক্ষুদ্র স্বার্থ সংরক্ষণের বিষয়টি অগ্রাধিকারভিত্তিতে বিবেচনা করা হয়। অন্য দিকে, দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার সময়সীমা ১৫-৩০ বছর এবং এখানে ব্যক্তির ক্ষুদ্র স্বার্থের চেয়ে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের ওপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়।

স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার সাহায্যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও লক্ষ্য নির্ধারণ বেশ জটিল। রাষ্ট্রের সাময়িক কোনো পরিস্থিতির সৃষ্টি, খাদ্য পরিস্থিতির উন্নয়ন, প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো আকস্মিক পরিস্থিতির ক্ষেত্রে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা গৃহীত হয়। অন্যদিকে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় অতি সহজেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও লক্ষ্য নির্ধারণ করা যায়। বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প, কৃষির কারিগরি পরিবর্তন, পরিবেশগত উন্নয়নের মতো দীর্ঘমেয়াদে সমাধানযোগ্য কাজের ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গৃহীত হয়।

সর্বোপরি, স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার বাস্তবায়ন হয়ে থাকে।

প্রশ্ন ২৪ উন্নয়ন পরিকল্পনার একটি সেমিনারে সিয়াম পরিকল্পনার প্রকারভেদ আলোচনার সময় পরিকল্পনার নিম্নোক্ত তালিকা তুলে ধরলেন।



তিনি বললেন, এসব পরিকল্পনা দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য গ্রহণ করা হয়। তবে সঠিক তথ্য উপাত্তের অভাব, মূলধনের স্বল্পতা, উচ্চাভিলাস, দুর্নীতি ইত্যাদি কারণে এদেশের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে বড় বাধা। [আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ১১/]

- ক. আঞ্চলিক পরিকল্পনা কাকে বলে? ১
 খ. দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি কীভাবে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা পালন করতে পারে? ব্যাখ্যা কর। ২
 গ. উন্নয়ন পরিকল্পনার ধরন হিসেবে C পরিকল্পনার প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর। ৩
 ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত সমস্যাগুলো ছাড়াও আরও কী কী কারণে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সহজ হয় না— মতামত দাও। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. কোনো একটি দেশের বিশেষ অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষ যে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে, তাকে আঞ্চলিক পরিকল্পনা বলে।

২. দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের দ্বারা জন্মহার হ্রাসের মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে।

দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মূল লক্ষ্য হলো দরিদ্র জনগণের আয় বৃদ্ধি করা। অর্থাৎ নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দরিদ্র জনগণকে উৎপাদন কাজে নিয়োজিত করা, যা এই জনগোষ্ঠীর আয় এবং জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করবে। উন্নত জীবনযাপন করায় দরিদ্র জনগণের মৃত্যুহার হ্রাস পাবে, যা প্রকারান্তরে জন্মহারকেও কমাতে পারে। এতে করে দেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে আসবে।

৩. উদ্দীপকে 'C' পরিকল্পনা বলতে দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনাকে বোঝানো হয়েছে।

সাধারণত দীর্ঘ মেয়াদে যেমন ১০ থেকে ২৫ বছর সময়ের মধ্যে বাস্তবায়নযোগ্য কোনো লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়, তাকে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বলে। উদ্দীপকে 'C' পরিকল্পনাটি ১০-২৫ অর্থাৎ ১০ বছরের জন্য গ্রহণ করা হয়েছে।

দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার মাধ্যমে স্বল্পকালীন পরিকল্পনার ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয়। দেশের মৌলিক ও কাঠামোগত উন্নয়ন সাধনের জন্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। তাছাড়া দেশে গতিশীল ও টেকসই অর্থনৈতিক অবস্থা সৃষ্টিতে এ পরিকল্পনার প্রয়োজন। দেশের উন্নয়নের আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস করে সুখম উন্নয়নের উদ্দেশ্যে এ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। সম্পদের দক্ষ ব্যবহার এবং তার মাধ্যমে অর্থনীতির বুনয়াদ গঠন করার জন্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গৃহীত হয়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প, মানবসম্পদ ইত্যাদি গুণগত পরিবর্তনের জন্য এ পরিকল্পনা প্রণীত হয়। সুতরাং বলা যায় যে, অর্থনৈতিক অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য মূলত দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়।

৪. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও এর যথাযথ বাস্তবায়নে বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে, যে কারণে এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কঠিন হয়ে পড়ে। নিচে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সমস্যাসমূহ আলোচনা করা হলো—

প্রথমত, পরিকল্পনা সূচ্য বাস্তবায়নের জন্য রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা একান্ত প্রয়োজন। বাংলাদেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। ফলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং এর সূচ্য বাস্তবায়ন সম্ভব হয় না।

দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশে অত্যন্ত দ্রুত হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই বর্ধিত জনগণের খাদ্য বস্ত্রের সংস্থানের জন্য বিপুল পরিমাণ সম্পদ ব্যয় করতে হচ্ছে। ফলে দেশে মূলধন গঠনের হার ব্যাহত হচ্ছে এবং পরিকল্পনার অর্জিত লক্ষ্য অর্জন সবসময় সম্ভব হয় না।

তৃতীয়ত, সূচ্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য দক্ষ বিশেষজ্ঞের দরকার হয়। বাংলাদেশে এরকম দক্ষ বিশেষজ্ঞের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। তাই সূচ্য ও বাস্তবধর্মী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা যায় না বলে পরিকল্পনার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয় না।

চতুর্থত, পরিকল্পনা প্রণয়নের পর তা বাস্তবায়নের জন্য যে দক্ষ মানবসম্পদের প্রয়োজন হয়, বাংলাদেশে তার অভাব রয়েছে। এটিও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

পঞ্চমত, বাংলাদেশে প্রায় প্রতি বছরই ঝড়, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দেয়। ফলে, কৃষি, শিল্প ও অন্যান্য খাতে উৎপাদন ব্যাহত হয়। এর ফলে পরিকল্পনার সূচ্য বাস্তবায়ন সহজ হয় না।

মূলত, উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যাগুলো; যেমন— তথ্য উপাত্তের অভাব, মূলধনের স্বল্পতা, উচ্চাভিলাস, দুর্নীতি ইত্যাদি ছাড়াও উপরে আলোচিত সমস্যা এবং অন্যান্য আরো কিছু কারণে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সহজ হয় না।

প্রশ্ন ২৫ অর্থনীতিবিদ আবিদ হোসেন মনে করেন বাংলাদেশের সম্পদের প্রাচুর্যতা কম হওয়া সত্ত্বেও যদি যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণ করা যায় তবে ঐ সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার করে এদেশের উন্নয়ন দ্রুত করা সম্ভব।

আব্দুল মোহন কলেজ, মহম্মনসিংহ | প্রশ্ন নং ১১/

ক. উন্নয়ন পরিকল্পনা কী? ১

খ. মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা ধারণাটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের আবিদ হোসেনের পরিকল্পনার গুরুত্ব আলোচনা কর। ৩

ঘ. বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার বাস্তবতা বিশ্লেষণ কর। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. একটি নির্দিষ্ট সময়ে পূর্ব নির্ধারিত সুনির্দিষ্ট কতগুলো অর্থনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক প্রাপ্ত সম্পদের সূচ্য ও সচেতন ব্যবহারকে উন্নয়ন পরিকল্পনা বলে।

খ. কতগুলো সুনির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ৩ বছর বা তার চেয়ে বেশি সময়কাল কিন্তু ৫ বছরের চেয়ে কম সময় মেয়াদের জন্য যে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় তাকে মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা বলে।

উন্নয়নমুখী পরিকল্পনা বহুমুখী অর্থনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্য থাকে। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য যেসব কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় তা কার্যকর করতে কয়েক বছর সময় লাগে। সাধারণত পাঁচ বছরমেয়াদি পরিকল্পনাকে মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা বলে।

গ. উদ্দীপকে আবিদ হোসেন বাংলাদেশে উন্নয়ন পরিকল্পনা গুরুত্বের কথা বলেছেন।

বাংলাদেশে যথেষ্ট প্রাকৃতিক ও মানবসম্পদ থাকলেও তার সূচ্য ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। এ অবস্থায় উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে যথেষ্ট সময় নিয়ে এবং উপযুক্ত নীতি ও কৌশল অবলম্বনের দ্বারা সকল সম্পদের কাম্য ব্যবহার সম্ভব। বাংলাদেশে বাসস্থানের তুলনায় জনসংখ্যা বেশি। প্রাপ্ত সম্পদের সাথে তা দারুণভাবে অসংগতিপূর্ণ হয়ে উঠায় বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। এ অবস্থায় জন্মহার হ্রাসের মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য দীর্ঘ সময়ব্যাপী নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে উন্নয়ন পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তাছাড়া কৃষি ও ভারী শিল্পের বিকাশ, বেকার সমস্যা সমাধান উন্নত জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে বিনিয়োগ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করা হলে বেকারত্ব কমবে, কর্মসংস্থান বাড়বে, আয় বৈষম্য কমবে এবং জীবন যাত্রার মান উন্নত হবে। কিন্তু এ বিরাট ও ব্যয়বহুল কাজ সূচিহিত পরিকল্পনা ছাড়া সম্ভব নয়।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকে আবিদ হোসেনের আশাবাদ বাস্তবায়িত করার জন্য বাংলাদেশে উন্নয়ন পরিকল্পনার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।

ঘ. বাংলাদেশ সরকার ভিশন ২০২১-এর ২২টি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের উদ্দেশ্যে (২০১০-২০২১) সময় মেয়াদের জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে।

বর্তমান সরকার ২০২১ সাল নাগাদ যে দ্রুত বিকাশশীল সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার পরিকল্পনা করেছে তাই হলো রূপকল্প-২০২১ এর ২২টি আশাদীপ্ত লক্ষ্যমাত্রা। এ লক্ষ্যমাত্রাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো প্রবৃদ্ধির হার ১০ শতাংশ উন্নীতকরণ, দারিদ্র্যের হার ১৫ শতাংশ নামিয়ে আনা, ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ ইত্যাদি। এ প্রেক্ষিতে পরিকল্পনার সকল লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের কাজ একসাথে শুরু ও কার্যকর করে তোলা সম্ভব নয় বিধায় সরকার একে দুটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিভক্ত করেছে। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার দুটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মধ্যে একটি ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অপরটি হলো সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা। ১ জুলাই ২০১০ সাল থেকে ২০১৫ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত হলো ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময় মেয়াদ। ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অসমাপ্ত কাজগুলো সঠিকভাবে মূল্যায়ন করে তার ভিত্তিতে ও প্রেক্ষিতে পরিকল্পনা ২০১০-২০২১ এর প্রেক্ষাপটে সরকার সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রণয়ন করেছে। এ পরিকল্পনার মেয়াদকাল হলো ১ জুলাই ২০১৫ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত।

সুতরাং আলোচনা থেকে বলা যায়, বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে আর্থ-সামাজিক অবকাঠামোসহ অন্যান্য খাতের উন্নয়নের জন্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার প্রয়োজন।

প্রশ্ন ২৬ আবিদ হোসেন তার অর্থনীতির শ্রেণিশিক্ষকের কাছ থেকে এদেশের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলো সম্পর্কে জানতে পারে। সে জ্ঞাত হয়, যুদ্ধ-বিধ্বস্ত অর্থনীতির পুনর্গঠন ও উন্নয়নের জন্য প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণীত হয়। পরিকল্পনাটির বাস্তবায়নে সাফল্যের চেয়ে ব্যর্থতাই ছিল বেশি।

[সরকারি আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া। প্রশ্ন নং ৯/]

- ক. নির্দেশিত পরিকল্পনা কী? ১
খ. মধ্যমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনার ধারণাটি ব্যাখ্যা কর। ২
গ. প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রাসমূহ উল্লেখ কর। ৩
ঘ. মাথাপিছু আয় ও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি হার হ্রাস পরিকল্পনাটির কার্যকারিতা মূল্যায়ন কর। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. যে পরিকল্পনায় সরকারের নির্দেশে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ একটি নির্দিষ্ট সময় মেয়াদের জন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও নিজ তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণে তা বাস্তবায়ন করে তাকে নির্দেশিত পরিকল্পনা বলে।

খ. যখন সুনির্দিষ্ট কতগুলো আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য কয়েক বছর সময়ের মধ্যে বাস্তবায়নের জন্য একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় তখন তাকে মধ্যমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা বলে।

এ পরিকল্পনা সাধারণত ১ বছরের বেশি কিন্তু ৫ বছরের কম সময়ের জন্য প্রণয়ন করা হয়। যেমন-বাংলাদেশে ১৯৭৮ সালে প্রণীত দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা হলো মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা। এরূপ পরিকল্পনায় উন্নয়নের জন্য কোনো দীর্ঘমেয়াদি প্রেক্ষিত থাকে না। এ পরিকল্পনায় গৃহীত উন্নয়ন কর্মসূচি অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

গ. বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (১৯৭৩-৭৮) উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রাসমূহ ছিল নিম্নরূপ:

উদ্দেশ্যসমূহ

১. খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন।
২. দারিদ্র্য লাঘব ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি।
৩. রপ্তানি বাণিজ্যের প্রসার ও বিকেন্দ্রীকরণ।
৪. অভ্যন্তরীণ সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার ও মূলধন গঠনের হার বৃদ্ধি।
৫. ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়নের মাধ্যমে জনসাধারণের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি।
৬. আয় ও সম্পদের সুসম বন্টন ইত্যাদি।

লক্ষ্যমাত্রাসমূহ

১. জিডিপি বার্ষিক ৫.৫% হারে বৃদ্ধি।
 ২. মাথাপিছু আয় বার্ষিক ২.৫% হার বৃদ্ধি।
 ৩. পরিকল্পনাকালে ৪১ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান।
 ৪. জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২.৮ ভাগে হ্রাস ইত্যাদি।
- অর্থনীতির পুনর্গঠন ও উন্নয়নের লক্ষ্য প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

ঘ. বাংলাদেশের যুদ্ধ-বিধ্বস্ত অর্থনীতির পুনর্গঠন ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৩-৭৮) প্রণীত হয়। নিচে উদ্দেশ্যের প্রেক্ষিতে পরিকল্পনাটির কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা হলো—

প্রথমত, পরিকল্পনাটির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি। এক্ষেত্রে মাথাপিছু আয় বার্ষিক শতকরা ২.৫ ভাগ হারে বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকালে এদেশে যে ব্যাপক ধ্বংসলীলা সংঘটিত হয় তাতে এদেশের জনগোষ্ঠীর বৃহত্তর অংশ চরম দারিদ্র্যের কবলে নিপতিত হয়। এজন্য মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির এ উদ্যোগ নেয়া হয়। তবে নানা সীমাবদ্ধতার কারণে মাথাপিছু আয় বার্ষিক শতকরা ২.৫০ ভাগের স্থলে মাত্র বার্ষিক শতকরা ১.১ ভাগ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

দ্বিতীয়ত, স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে কৃষিকাজ দারুণভাবে বিঘ্নিত হয়। দেশে খাদ্যাভাব দেখা দেয়। তাই পরিকল্পনায় খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের উদ্যোগ নেয়া হয়। কিন্তু যুদ্ধোত্তরকালে কৃষি উপকরণসমূহের স্বল্পতা, কৃষকদের দারিদ্র্য, মানসিক বিপর্যয় ইত্যাদি কারণে খাদ্যোৎপাদনে

স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের প্রচেষ্টা প্রায় ব্যর্থ হয়। কেবল চিনি উৎপাদন ছাড়া খাদ্যোৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের কোনো প্রচেষ্টাই সফলতা লাভ করেনি।

তৃতীয়ত, পরিকল্পনাটি শুরু করার সময় এদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা প্রায় ৩ ভাগ। দেশের সম্পদের সাথে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার পরিকল্পনা শেষে শতকরা ২.৮ ভাগে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়। পরিকল্পনা কমিশনের মতে, পরিকল্পনার এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়।

সুতরাং বলা যায়, প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা উল্লিখিত লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনে আংশিকভাবে সফলতা লাভ করে।

প্রশ্ন ২৭ রশিদ, মিজান ও ইউনুস একটি কাজ যথাক্রমে ৫ দিন, ১০ দিন এবং ১৫ দিনে করতে পারে। রশিদ কম দিনে কাজটি করতে পারে বলে দ্রুত কাজটি সমাধান হয় এবং তার ফলও দ্রুত পাওয়া যায়। মিজান রশিদের চেয়ে দেরিতে কিন্তু ইউনুসের চেয়ে তাড়াতাড়ি করতে পারে। এতে কাজের খরচ মাঝারি মান থাকে। এতে কাজের গতি খুব বেশিও হয় না, আবার তাড়াতাড়িও হয় না। ইউনুস দীর্ঘদিন ধরে কাজটি করে বলে তার কাজের দ্বারা ভিত্তি অনেক মজবুত হয়। কিন্তু সময় বেশি লাগে বলে খরচ আরও বেশি হয়।

[পুলিশ হাইল স্কুল এড কলেজ, বগুড়া। প্রশ্ন নং ১০/]

- ক. উন্নয়ন পরিকল্পনা কত প্রকার? ১
খ. দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা হলো কয়েকটি স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার সমষ্টি— ব্যাখ্যা কর। ২
গ. রশিদের কাজের ধরন কোন উন্নয়ন পরিকল্পনাকে নির্দেশ করে, তার বৈশিষ্ট্য লেখ। ৩
ঘ. রশিদ ও ইউনুসের কাজের ধারার আলোকে সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন পরিকল্পনার তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. সময়ভেদে উন্নয়ন পরিকল্পনাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়।

খ. দীর্ঘমেয়াদে (যেমন ১০ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে) সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য যে পরিকল্পনা প্রণীত হয় তাই হলো দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, আর সর্বাধিক ৫ বছরের জন্য যে পরিকল্পনা প্রণীত হয় তাই হলো স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা।

দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন বহু বছর ধরে চলে বলে তাকে একাধিক স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনায় বিভক্ত করে ধাপে ধাপে এর বাস্তবায়ন করা হয়। অর্থাৎ একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার সফলতা একাধিক স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নের ওপর নির্ভর করে। তাই দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাকে কয়েকটি স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার সমষ্টি বলা হয়।

গ. উদ্ভীপকে রশিদের কাজের ধরন স্বল্পমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনাকে নির্দেশ করেছে।

এ ধরনের পরিকল্পনার মধ্যে এমন ধরনের কর্মসূচি, প্রকল্প ও লক্ষ্য অন্তর্ভুক্ত থাকে যেগুলো— জাতীয় স্বার্থে অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই বাস্তবায়িত হওয়া প্রয়োজন। বাণিজ্যের প্রসার, কৃষি ও শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি, পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, সেচব্যবস্থার প্রসার, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্মাণ, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন প্রভৃতি লক্ষ্য সামাজিক স্বার্থে স্বল্প সময়ের মধ্যে অর্জন করা দরকার। স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এক বছরের বেশি অথচ সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের সময়সীমা বিবেচনা করে এই পরিকল্পনা করা হয়। সুনির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা করা হয়। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অনিশ্চয়তা হ্রাস করে এ ধরনের পরিকল্পনায় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পথ ত্বরান্বিত করার জন্য বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়। উন্নয়ন কর্মসূচিগুলোর সফলতা ও ব্যর্থতা মূল্যায়ন করে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। অতএব বলা যায়, স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা এমন কিছু পরিকল্পনা, যেখানে জাতীয় স্বার্থ অন্তর্নিহিত থাকে।

ঘ. উদ্ভীপকে রশিদের কাজের ধারা স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনাকে নির্দেশ করে। আবার ইউনুসের কাজের ধারা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাকে নির্দেশ করেছে।

এ দুই ধরনের পরিকল্পনা দেশের উন্নয়নের জন্য ব্যবহৃত। সাধারণ সময়সীমার মধ্যে কতগুলো সুনির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় তাকে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা বলে। পক্ষান্তরে, দীর্ঘ সময়ের মধ্যে বাস্তবায়নযোগ্য কোনো লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্বাচন করে যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় তাকে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বলে। সাধারণত স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার সময় ১-৫ বছর পর্যন্ত হতে পারে। পক্ষান্তরে, দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা মেয়াদ ১০-২৫ বছর পর্যন্ত হতে পারে। স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণের ভেতর ব্যক্তির ক্ষুদ্রস্বার্থ বেশি কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম। পক্ষান্তরে, দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় জাতীয় স্বার্থ ক্ষুদ্রস্বার্থ অপেক্ষা অগ্রাধিকার পায়। স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা একটি অস্থায়ী পরিকল্পনা। এর মধ্যে অর্থনৈতিক অ্যোক্তিক সিদ্ধান্ত থাকতে পারে। পক্ষান্তরে, দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার ভেতর অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তসমূহের স্থায়িত্ব, অস্তিত্ব, সঠিক কর্মদক্ষতা ও দিকনির্দেশনা থাকে। স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা অর্থনৈতিকভাবে কম কার্যকর ও ফলপ্রসূ ভূমিকা গ্রহণে সহায়ক।

প্রশ্ন ২৮ 'ক' একটি উন্নয়নশীল দেশ। এদেশের মধ্যকার অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সরকার স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সরকার দেশটির শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান ইত্যাদি ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য এসব পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

[পুলিশ লাইসেন্স স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া। প্রশ্ন নং ১১]

- ক. বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা কী? ১
খ. প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বলতে কী বুঝায়? ২
গ. 'ক' দেশের সরকার যেসব পরিকল্পনা গ্রহণ করে সেগুলো ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'ক' দেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে উন্নয়ন পরিকল্পনার গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক এক অর্থবছর (জুলাই-জুন) মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যেসব উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয় তাকে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বলে।

খ ধারাবাহিক উন্নয়নের জন্য এমন কিছু প্রকল্প এবং আর্থ-সামাজিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জন করা প্রয়োজন হয় যা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদে বাস্তবায়ন করা যায় না। সেজন্য আরও বেশি সময় ও ব্যাপকতার নীতি কৌশল অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এসব দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প বাস্তবায়ন ও মৌলিক কিছু সামষ্টিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয়। এ ধরনের পরিকল্পনাকে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বলে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনার মেয়াদ সাধারণত ন্যূনতম দশ বছর হয়।

গ উদ্দীপকের 'ক' দেশে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গহণ করেছে।

স্বল্প মেয়াদি পরিকল্পনার মধ্যে এমন সব কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত থাকে যার বাস্তবায়ন স্বল্প সময় তথা এক বছরের মধ্যেই সম্ভব। অতি জরুরি প্রয়োজন যেমন— প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা, রাস্তাঘাট উন্নয়ন, বিদ্যালয় ও হাসপাতাল উন্নয়ন ইত্যাদি পরিস্থিতির মোকাবিলা ইত্যাদি ক্ষেত্রে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার ব্যবহার করা হয়।

সুতরাং যে পরিকল্পনা এক বা দুই বছরের জন্য করা হয় তাকে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা বলে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে একটি আর্থিক বছরের মধ্যে বাস্তবায়নযোগ্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনাই হলো স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা। এ পরিকল্পনা নিতান্তই লক্ষ্যমাত্রাভিত্তিক হস্ত অর্থাৎ সরকার এক বছরের মধ্যে অর্থনীতির কোন কোন খাতে কতটা অগ্রগতি অর্জন করতে চায় এ পরিকল্পনায় তারই প্রকাশ ঘটে। সাধারণত রাজস্ব বাজেটের উদ্ভূত অর্থ, সরকারের নেওয়া অভ্যন্তরীণ ঋণ ও বিদেশের প্রকল্প সাহায্য দ্বারা এ পরিকল্পনার অর্থসংস্থান করা হয়। অনুন্নত ও উন্নত সকল দেশই তাদের নিজেদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করে থাকে। তবে কখনো কখনো পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাও স্বল্পমেয়াদি হয়ে থাকে।

ঘ সৃজনশীল ১০নং প্রশ্নের 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ২৯ ১৯৭৩ সাল হতে ২০১৫ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকার ৬টি পঞ্চবার্ষিক ও একটি দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। এই পরিকল্পনাগুলোর মূল লক্ষ্য দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন এবং ২০২১ সাল নাগদ দারিদ্র্যের হার ১৫% এ নামিয়ে নিয়ে আসা। (২০১০-২০২১) সালের প্রেক্ষিত পরিকল্পনাকে লক্ষ্য করে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

[আলহেরা একাডেমি (স্কুল এন্ড কলেজ) বেড়া, পাবনা। প্রশ্ন নং ৯]

- ক. পরিকল্পিত অর্থনীতির সূত্রপাত হয় কখন? ১
খ. স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার পার্থক্য লেখ। ২
গ. ষষ্ঠ-পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্যগুলো ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. দেশে এ পর্যন্ত যতগুলো পরিকল্পনা প্রণয়ন করা করেছে তা দারিদ্র্য বিমোচনে কতটা সফল হয়েছে? আলোচনা কর। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯২৮ সালে রাশিয়ায় পরিকল্পিত অর্থনীতির সূত্রপাত হয়।

খ স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার মধ্যে পার্থক্য হলো—

- সাধারণত স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার ১ থেকে সর্বোচ্চ ৫ বছরের জন্য হতে পারে। অন্যদিকে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার সময়সীমা ১০ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।
- অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও লক্ষ্য নির্ধারণ স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার সাহায্যে গ্রহণ করা বেশ জটিল। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় অতি সহজেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও লক্ষ্য নির্ধারণ করা যায়।

গ ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা যার উদ্দেশ্যসমূহ নিচে ব্যাখ্যা করা হলো—

৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাটি একটি স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা। ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার 'রূপকল্প-২০২১' নামে একটি চ্যালেঞ্জ বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেয়। কিছু সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য বাস্তবায়নের মাধ্যমে চ্যালেঞ্জটি পূরণ করা হবে। এই লক্ষ্যসমূহের দুটি স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার মাধ্যমে ভাগ করা হয়, যার প্রথমটি হচ্ছে ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা; মেয়াদকাল (২০১১-২০১৫)। কিছু সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে পরিকল্পনাটি প্রণয়ন করা হয়। খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি বহুগুণে বৃদ্ধি করে খাদ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা তথা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা এর অন্যতম উদ্দেশ্য। দেশের জনসংখ্যার অর্ধেকই নারী। নারী সমাজকে উন্নয়নের মূলস্রোত সম্পৃক্ত করা তথা নারীর ক্ষমতায়ন এই প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য। এ ছাড়া বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবিলার জন্য টেকসই পরিবেশ উন্নয়ন নিশ্চিত করা এ প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। তাছাড়া মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে মূলধন গঠনের হার বৃদ্ধি করা আইসিটির মাধ্যমে দেশকে ডিজিটালাইজেশন করা এর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

ঘ সৃজনশীল ১৯নং এর 'ঘ' প্রশ্নের উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ৩০ 'ক' দেশ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষিখাতে গুণগত পরিবর্তনসহ সামগ্রিক অর্থনীতির উন্নয়নের জন্য ১০-২০ বছরের জন্য একটি পরিকল্পনা করে। অপরদিকে, 'খ' দেশও তার দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য বন্দুপরিকর, তাই ১-৫ বছরের জন্য পরিকল্পনা করে। মূলত প্রত্যেকটি পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হলে দেশের সব মানুষের জীবনমান উন্নত করা।

[আইসিটি পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর। প্রশ্ন নং ১১]

- ক. PRSP-এর পূর্ণরূপ কী? ১
খ. 'বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরতা' হ্রাস করার জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনার গুরুত্ব অনেক— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে দেশ 'ক' এবং দেশ 'খ' এর দ্বারা গৃহীত পরিকল্পনার ধরন বর্ণনা করো। ৩
ঘ. 'ক' এবং 'খ' দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্যে তুলনা করো। এ দুইটি পরিকল্পনার মধ্যে কোনটি বেশি কার্যকর ব্যাখ্যা করো। ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক PRSP-এর পূর্ণরূপ হলো Poverty Reduction Strategy Papers.

বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরতা হ্রাসের জন্য সঠিক উন্নয়ন পরিকল্পনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া চালু রাখার জন্য বিভিন্ন দাতা দেশ এবং সংস্থা থেকে যে ঋণ ও অনুদান পাওয়া যায় তাকে বৈদেশিক সাহায্য বা মূলধন বলে। মূলধন অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য এর বিপুল পরিমাণ মূলধন প্রয়োজন হয় তা দেশের অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে পাওয়া যায় না। তাই প্রয়োজন হয় বৈদেশিক মূলধন তথা ঋণ ও সাহায্যের। তাই বলা যায়, সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশের সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করে নিজস্ব তথা অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন বৃদ্ধি করতে পারলে বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরতা হ্রাস পাবে।

উদ্বীপকের 'ক' দেশ ১০-২০ বছরের জন্য একটি পরিকল্পনা করেছে, যা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা এবং 'খ' দেশ ১-৫ বছরের জন্য একটি পরিকল্পনা করেছে যা স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা বলে বিবেচিত। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের উন্নয়নের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা অর্থনৈতিক উন্নয়নের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য। তাছাড়া অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য কাঠামোগত পরিবর্তন খুবই জরুরি আর এই কাঠামোগত পরিবর্তন শুধু দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার মাধ্যমেই সম্ভব। তাই 'ক' দেশ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষিখাতে গুণগত পরিবর্তনসহ সামগ্রিক অর্থনীতির উন্নয়নের জন্য ১০-২০ বছরের যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে তা দ্বারা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাকেই ইঙ্গিত করে। স্বল্প মেয়াদে কতগুলো সুনির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনাগুলো দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার উন্নয়নের ভিত্তি রচনা করে অর্থাৎ স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার সাফল্যের উপর দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভরশীল। এছাড়া অর্থনীতিতে এমন কিছু বিষয় থাকে যা দ্রুত সমাধান করতে হয়, এজন্য স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার গুরুত্ব অনেক। তাই 'খ' দেশ তার দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য ১-৫ বছরের যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে তা দ্বারা স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনাকেই বোঝায়।

উদ্বীপক 'ক' দেশে পরিকল্পনার রূপ হলো দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা অন্যদিকে 'খ' দেশের পরিকল্পনার রূপ হলো স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা। নিচে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার মধ্যে তুলনা করা হলো-

সাধারণত স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার সময়সীমা সর্বোচ্চ পাঁচ বছর হতে পারে। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার সময়সীমা ১০ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। আবার স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনায় ব্যক্তির ক্ষুদ্র স্বার্থ সংরক্ষণের বিষয়টি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিবেচনা করা হয়। অন্যদিকে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় ব্যক্তির ক্ষুদ্র স্বার্থের চেয়ে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের ওপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়।

অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে স্বল্পমেয়াদি ধরনের পরিকল্পনার কার্যকারিতা তুলনামূলকভাবে কম। অর্থনৈতিকভাবে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার কার্যকারিতা অত্যন্ত বেশি। স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার ব্যাপকতা অত্যন্ত ক্ষুদ্র। যেমন-দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ইত্যাদি। অন্যদিকে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার ব্যাপকতা বৃহৎ। যেমন- বিশসাল পরিকল্পনা। এছাড়া রাষ্ট্রে সাময়িক কোনো পরিস্থিতি সৃষ্টি, খাদ্য পরিস্থিতির উন্নয়ন, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় পরিস্থিতির মোকাবিলার ক্ষেত্রে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা ব্যবহৃত হয়। বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প, কৃষিতে কারিগরি পরিবর্তন, পরিবেশগত উন্নয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

স্বল্পসময়ে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব হলেও দারিদ্র্য, বেকারত্ব দূরীকরণ, শিক্ষার প্রসার, জনসংখ্যা হ্রাস, কৃষি ও শিল্পের উন্নয়ন তথা অর্থনীতির সার্বিক কাঠামোগত পরিবর্তন স্বল্পমেয়াদে সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা। সুতরাং বলা যায়, স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বেশি কার্যকর।

প্রশ্ন ৩১ রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো দরিদ্র্য বিমোচনসহ দেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা।

(পুলিশ লাইন স্কুল ও কলেজ, রংপুর। প্রশ্ন নং ১১/)

- ক. উন্নয়ন পরিকল্পনা কী? ১
খ. প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্বীপকে উল্লিখিত রূপকল্পটি কোন পরিকল্পনাকে নির্দেশ করে? ৩
ঘ. উদ্বীপকে উল্লিখিত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা উদ্দেশ্যসমূহ বর্ণনা কর। ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. একটি নির্দিষ্ট সময়ে পূর্বনির্ধারিত সুনির্দিষ্ট কতগুলো অর্থনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক প্রাপ্ত সম্পদের সুষ্ঠু ও সচেতন ব্যবহারকে উন্নয়ন পরিকল্পনা বলে।

খ. ধারাবাহিক উন্নয়নের জন্য এমন কিছু প্রকল্প এবং আর্থ-সামাজিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জন করা প্রয়োজন হয় যা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা যায় না। সেজন্য আরও বেশি সময় ও ব্যাপকতর নীতি কৌশল অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এসব দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প বাস্তবায়ন ও মৌলিক কিছু সামষ্টিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয়। এ ধরনের পরিকল্পনাকে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বলে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনার মেয়াদ সাধারণত ন্যূনতম দশ বছর হয়।

গ. উদ্বীপকে উল্লিখিত রূপকল্পটি প্রেক্ষিত বা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নির্দেশ করে। বর্তমান সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি ভিশন-২০২১ কে বাস্তবে রূপদানের জন্য প্রেক্ষিত পরিকল্পনা কৌশলগত নির্দেশনা ও সামগ্রিক কর্মকৌশল প্রদান করেছে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনার এই সমগ্র নীতি কাঠামো ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পথনির্দেশ দান করে।

ঘ. ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ২০১০-১১ অর্থবছরের অর্থমূল্যে সর্বমোট ১৩ লক্ষ ৪৭ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ (পরিকল্পনার আকার) প্রাক্কলন করা হয়েছে। তন্মধ্যে সরকারি খাতে বিনিয়োগ প্রাক্কলন করা হয়েছে মোট বিনিয়োগের ২২.৮% এবং বেসরকারি খাত হতে বিনিয়োগ আসবে, যা মোট বিনিয়োগের ৭৭.২%। পরিকল্পনায় বাস্তবায়নে অভ্যন্তরীণ উৎস হতে সম্পদ সংগ্রহ করা হবে ৯০.৭% এবং বৈদেশিক উৎস থেকে সংগৃহীত হবে ৯.৩%। তন্মধ্যে ০.৪ ট্রিলিয়ন টাকা সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ হিসেবে প্রাক্কলন করা হয়েছে।

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অগ্রগতি মূল্যায়নের জন্য কতগুলো মৌলিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এই লক্ষ্যমাত্রাগুলো বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ও সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার আলোকেই নির্ণীত হয়। পরিকল্পনা শেষে এসব লক্ষ্যমাত্রার সফল বাস্তবায়ন বাংলাদেশকে ভিশন-২০২১ ও সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়তা করবে।

ঘ. উদ্বীপকের পরিকল্পনাটি ৬ষ্ঠ -পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা যার উদ্দেশ্যসমূহ নিচে ব্যাখ্যা করা হলো—

৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাটি একটি স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা। ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার 'রূপকল্প-২০২১' নামে একটি চ্যালেঞ্জ বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেয়। কিছু সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য বাস্তবায়নের মাধ্যমে চ্যালেঞ্জটি পূরণ করা হবে। এই লক্ষ্যসমূহ দুটি স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার মাধ্যমে ভাগ করা হয়, যার প্রথমটি হচ্ছে ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, মেয়াদকাল (২০১১-২০১৫)। কিছু সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে পরিকল্পনাটি প্রণয়ন করা হয়। উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জন করে দারিদ্র্য বিমোচন করা এর প্রধান উদ্দেশ্য। খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি বহুগুণে বৃদ্ধি করে খাদ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা তথা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা এর অন্যতম উদ্দেশ্য। দেশের জনসংখ্যার অর্ধেকই নারী। তাই এই নারী সমাজকে বাদ দিয়ে কোনো প্রকার উন্নয়ন সম্ভব নয়। নারী সমাজকে উন্নয়নের মূলস্রোতে সম্পৃক্ত করা তথা নারীর ক্ষমতায়ন এই প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য। বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবিলার জন্য টেকসই পরিবেশ উন্নয়ন নিশ্চিত করা এ প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। তাছাড়া মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে মূলধন গঠনের হার বৃদ্ধি করা, আইসিটির মাধ্যমে দেশকে ডিজিটালাইজেশন করা এর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

উদ্দীপকের প্রকল্পটিতে বর্তমান সরকার দেশকে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' হিসেবে গড়ে তোলার জন্য উপরের উদ্দেশ্যগুলোর সমন্বয়ে একটি ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, যা রূপকল্প ২০২১ কে প্রতিনিধিত্ব করে। এটি একটি মহৎ প্রকল্প, যা বাস্তবায়িত হলে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে। সুতরাং, বাংলাদেশকে উন্নত দেশের কাতারে দাঁড়াতে হলে অবশ্যই উক্ত উদ্দেশ্যগুলো পূরণ করতে হবে।

প্রশ্ন ৩২ বর্তমান সরকার উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জন, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, নারী সমাজকে উন্নয়নের মূল স্রোতে সম্পৃক্তকরণ, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবিলায় দক্ষতা অর্জন ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তির বিকাশ ও প্রয়োগে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

(ঠাকুরগাঁও সরকারি কলেজ | প্রশ্ন নং ১১/)

- ক. পরিকল্পনা কী? ১
খ. সুখম উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা প্রয়োজন— ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের পরিকল্পনাটির উদ্দেশ্যসমূহ ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিকল্পনাটি সহায়ক ভূমিকা রাখবে? যুক্তি দাও। ৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি নির্দিষ্ট সময়ে পূর্বনির্ধারিত সুনির্দিষ্ট কতগুলো অর্থনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক প্রাপ্ত সম্পদের সূচু ও সচেতন ব্যবহারকে পরিকল্পনা বলা হয়।

খ অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুফল দেশের সকল অঞ্চলের লোকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য, দেশের প্রায় সব অঞ্চলেই উন্নয়ন ঘটানো দরকার। এর ফলে দেশে উন্নয়ন সুখম হয়। অবশ্য এর জন্য সূচু ও বাস্তবভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ আবশ্যিক।

ব্যাপকভিত্তিতে দেশের প্রায় সকল অঞ্চলকে একসাথে উন্নয়ন ঘটানোর জন্য সুপরিকল্পিত সূচিন্তিত ও বাস্তবসম্মত চিন্তা-ভাবনা দরকার যা কেবল একটি কার্যকর পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে সম্ভব। তাই বলা যায়, সুখম উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা প্রয়োজন।

গ সৃজনশীল ৬নং প্রশ্নের 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৬নং প্রশ্নের 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ৩৩ করিম কোরিয়ার একটি মেডিকেল কলেজে পড়ে। সে দেখলো তার দেশের তুলনায় কোরিয়া অনেক বেশি উন্নত, কিন্তু তার দেশে এমন সব সম্পদ রয়েছে যা কোরিয়াতে নেই। করিমের দেশে রয়েছে বন ও সমুদ্র সম্পদ, আরো রয়েছে গ্যাস সম্পদ। তবে তার দেশে সূচু পরিকল্পনা নেই, অপচয় হচ্ছে অধিকাংশ সম্পদের। তাই করিমের দেশ কাজ্জিত সফলতার মুখ দেখতে পারছে না।

(হিম্মাহানি পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা | প্রশ্ন নং ১০/)

- ক. ৬ষ্ঠ পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা মেয়াদকাল কত বছর ছিল? ১
খ. কেন স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা করতে হয়? ২
গ. করিমের দেশের উন্নয়নে পরিকল্পনায় ভূমিকা উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. সূচু পরিকল্পনা সম্পদের অপচয়রোধ করে— উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মেয়াদকাল ছিল ২০১১- ২০১৫, মোট ৫ বছর।

খ স্বল্পমেয়াদি কতগুলো সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার প্রয়োজন।

স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার মধ্যে এমন কিছু কর্মসূচি, প্রকল্প ও লক্ষ্য অন্তর্ভুক্ত থাকে যোগুলো জাতীয় স্বার্থে অল্পকয়েক বছরের মধ্যেই বাস্তবায়িত হওয়া প্রয়োজন। সাধারণত স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার মেয়াদকাল সর্বোচ্চ পাঁচ বছর হতে পারে। স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার মাধ্যমে উন্নয়ন পরিকল্পনায় গৃহীত কর্মসূচির সফলতা ও ব্যর্থতা মূল্যায়ন করা হয়। যেকোনো

পরিস্থিতিতে এটিকে পরিবর্তন করা যায়। রাষ্ট্রে সাময়িক কোনো পরিস্থিতির সৃষ্টি, খাদ্য পরিস্থিতির উন্নয়ন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন পরিস্থিতির মোকাবিলার ক্ষেত্রে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা ব্যবহৃত হয়। তাই উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়নের স্বার্থে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা প্রয়োজন হয়।

গ সৃজনশীল ৮ নং প্রশ্নের 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৮ নং প্রশ্নের 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ৩৪ স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত ছয়টি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও ১টি দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। সুতরাং উন্নয়ন পরিকল্পনার দিক থেকে এদেশের অভিজ্ঞতা যথেষ্ট সমৃদ্ধ। এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দিক থেকে মূল্যায়ন করলে দেখা যায় ৪র্থ ও ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রাক্কলিত ব্যয়ের প্রায় ৯৭% ব্যয় করলেও অন্যগুলো তেমন সফলতা পায়নি। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকীতে অতিমাত্রায় দুর্নীতি বৃদ্ধি, খাদ্য ঘাটতি হ্রাস না পাওয়া, টাকায় অবমূল্যায়নে জনদুর্ভোগ বৃদ্ধিসহ বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষায় লক্ষ অর্জিত না হওয়ায় লক্ষ অর্জন হয়নি তাছাড়া অন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়হীনতাও অনেকেংশে দায়ী।

(চট্টগ্রাম কলেজ | প্রশ্ন নং ১০/)

- ক. প্রেক্ষিত পরিকল্পনা কী? ১
খ. স্বল্পকালীন পরিকল্পনা প্রেক্ষিত পরিকল্পনারই অংশ— ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কাজ্জিত সফলতা না আসার কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য কী পদক্ষেপ নিতে হবে বলে মনে কর? ব্যাখ্যা কর। ৪

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সাধারণত দীর্ঘমেয়াদে ১০ থেকে ২৫ বছর সময়ের মধ্যে বাস্তবায়নযোগ্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্বাচন করে যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়, তাকে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বলে।

খ দীর্ঘমেয়াদে (১০ থেকে ১৫ বছর) সুনির্দিষ্ট কতগুলো লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে পরিকল্পনা প্রণীত হয় তাই প্রেক্ষিত পরিকল্পনা; আর সর্বাধিক ৫ বছরের জন্য যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় তাই হলো স্বল্পকালীন পরিকল্পনা।

প্রেক্ষিত পরিকল্পনার বাস্তবায়ন বহু বছর ধরে চলে বলে একে একাধিক স্বল্পকালীন পরিকল্পনায় বিভক্ত করে ধাপে ধাপে এর বাস্তবায়ন করা হয়। একটি প্রেক্ষিত পরিকল্পনার সাফল্য এর অন্তর্গত স্বল্পকালীন পরিকল্পনাগুলোর সাফল্যের ওপর নির্ভর করে। তাই বলা যায়, স্বল্পকালীন পরিকল্পনা প্রেক্ষিত পরিকল্পনার অংশ।

গ যে কোনো দেশেই ধারাবাহিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ছোট-বড় অসংখ্য উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের দরকার হয় এবং সেজন্য কয়েক বছর সময় লাগে। কোনো দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক খাতের অগ্রগতির জন্য পাঁচ বছরমেয়াদি যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় তাকে পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বলে।

দারিদ্র্য বিমোচন, মানব সম্পদ উন্নয়ন ও স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে দেশের পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণীত হয়। এর মেয়াদকাল ছিল ১৯৯৭ সাল থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত। বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধির হার ৭% ধরে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে অর্থনীতিকে উর্ধ্বগমন স্তরে (Take off Stage) উপনীত করাই ছিল এ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। কিন্তু এ উদ্দেশ্য পুরোপুরি সফল হয়নি।

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে বার্ষিক প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলিত ৭ ভাগের স্থলে হয় ৫.২১ ভাগ। খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হওয়ায় খাদ্যোৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জিত হয়নি। এছাড়া পরিকল্পনা শেষে জনসংখ্যা বৃদ্ধির বার্ষিক হার ১.২-তে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও বাস্তবে তা সম্ভব হয়নি। প্রকৃতপক্ষে জনসংখ্যা বার্ষিক ১.৪৮ ভাগ হারে বৃদ্ধি পায়। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কাজ্জিত সফলতা না

পাওয়ার কয়েকটি কারণ উদ্দীপকে উল্লেখ করা হয়েছে। উদ্দীপক অনুযায়ী বলা যায়, পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে সীমাহীন দুর্নীতি। ১৯৯৭ সালে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণের পর থেকে বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বা প্রতিষ্ঠান নানান দুর্নীতিমূলক কার্যক্রমে জড়িয়ে পড়ে। এর ফলে উন্নয়ন পরিকল্পনা মুখ থুবড়ে পড়ে। খাদ্য উৎপাদনের জন্য যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে তা অর্জিত না হওয়ায় দেশে খাদ্য ঘাটতি বৃদ্ধি পায়। আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়হীনতার কারণে উন্নয়ন পরিকল্পনায় গতিহীনতা দেখা দেয়। এর ফলে উন্নয়ন কার্যক্রম ব্যাহত হয়। এছাড়া টাকার অবমূল্যায়নে জনদুর্যোগ বৃদ্ধি এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষায় নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থ হওয়ায় পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কাজিত সফলতা আসেনি।

১ স্বাধীনতা-উত্তরকালে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও দ্রুত উন্নয়নের লক্ষ্যে পরপর কয়েকটি উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এগুলো হলো— প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা। ভবিষ্যতে যে উন্নয়ন পরিকল্পনাটি প্রণয়ন করা হবে তা হচ্ছে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা।

দারিদ্র্য বিমোচন, অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও উচ্চহারে প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্য নিয়ে উপরের পরিকল্পনাগুলো প্রণীত হয়। এ পরিকল্পনাগুলোর মাধ্যমেই ধীরে ধীরে এদেশের মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার মান বেড়েছে এবং সার্বিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা সৃষ্টি হয়েছে।

বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক সমস্যার কারণে উন্নয়ন পরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়ন না হলে দেশে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটে না এবং বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক সমস্যাও লাঘব হয় না। এজন্য উন্নয়ন পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নের জন্য কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। তাই সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। এগুলো হলো— প্রথমত, পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নের জন্য উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনার পরিবর্তে এমন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা উচিত যা দেশের বাস্তব অবস্থা ও সম্পদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। দেশের বেশিরভাগ লোকের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটে এবং অভ্যন্তরীণ সম্পদ দ্বারা অর্থায়ন করা যায়— এমন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। দ্বিতীয়ত, উন্নয়ন পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নের জন্য সম্পদের প্রয়োজনমতো প্রাপ্তি যথেষ্ট নয়। এর সাথে প্রয়োজন প্রাপ্ত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার। সপ্তম পঞ্চমবার্ষিক পরিকল্পনা সফল করতে হলে সম্পদের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। তৃতীয়ত, উন্নয়ন পরিকল্পনার সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য উন্নয়ন প্রকল্পে দক্ষ জনবল নিয়োগ দিতে হবে। অভিজ্ঞ ও দক্ষ লোকদের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানে পরিকল্পনার কাজ পরিচালিত হলে তার সাফল্য সম্পর্কে আশাবাদী হওয়া যায়। চতুর্থত, পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সাফল্য অর্জন করতে হলে পরিকল্পনাবিদ ও বাস্তবায়নকারী প্রশাসকদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করা দরকার। তাছাড়া এমন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে যাতে রাজনৈতিক দলগুলোর মতৈক্যের ভিত্তিতে উন্নয়ন পরিকল্পনার মুখ্য বিষয়গুলো নির্ধারিত হয়।

সুতরাং বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে উপরোক্ত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করলে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন সম্ভব হবে।

প্রশ্ন ৩৫



মদনমোহন কলেজ, সিলেট। প্রশ্ন নং ১০।

- ক. বাংলাদেশে শতকরা কতজন মানুষ দরিদ্র? ১
- খ. 'উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা প্রয়োজন'— ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. 'ক' পরিকল্পনার উদ্দেশ্যসমূহ ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. 'খ' পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশে অর্থনৈতিকভাবে কী ধরনের দেশে উন্নীত হবে বলে তুমি মনে কর। যুক্তি দাও। ৪

৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

- ক** বর্তমানে বাংলাদেশে শতকরা ২৩.৫ জন মানুষ দরিদ্র।
- খ** দেশের সকল প্রাকৃতিক ও মানবসম্পদ সর্বাধিক ব্যবহারের জন্য সুষ্ঠু উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন একান্ত প্রয়োজন। সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমেই অর্থনীতির সকল খাতকে একত্রিত করে উন্নয়ন গতিশীল করা যায়। একমাত্র পরিকল্পিতভাবে বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি দ্বারা নিয়োগসূত্র বৃদ্ধি ও বেকারত্ব দূর করা যায়। দেশের মানবসম্পদকে পরিকল্পিত উপায়ে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দানের মাধ্যমে দক্ষ ও উন্নয়নের জন্য কর্মোপযোগী করে তোলা যায়। সুতরাং বলা যায়, সুষ্ঠু পরিকল্পনা উন্নয়নের সহায়ক।
- গ** উদ্দীপকের 'ক' পরিকল্পনাটি ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে নির্দেশ করে। নিচে এ পরিকল্পনার উদ্দেশ্যসমূহ ব্যাখ্যা করা হলো—
- ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কৌশল প্রণয়নকালে সঙ্ক্ষম্পদ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি), দক্ষিণ এশীয় উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)সহ অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে অন্যান্য আন্তর্জাতিক চুক্তির প্রতি সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকারকেও যথাযথভাবে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। যা যথাক্রমে—
- i. দ্রুত উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ;
 - ii. টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের দ্বারা আয়বৈষম্য দূরীকরণের মাধ্যমে সমতা অর্জন;
 - iii. সামাজিক ন্যায্যতা ও ন্যায্যবিচার প্রতিষ্ঠা;
 - iv. কর্মসংস্থান বৃদ্ধির মাধ্যমে দ্রুত বেকারত্ব হ্রাস, ম্যানুফ্যাকচারিং ও সেবা খাতের সম্প্রসারণ;
 - v. প্রাথমিক শিক্ষা শতভাগ নিশ্চিত করা;
 - vi. কর্মমুখী প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষার মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন;
 - vii. মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশ, গ্রামীণ অর্থনীতির পুনরুজ্জীবিতকরণ;
 - viii. খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ
 - ix. আয় ও সম্পদের সুসম এবং ন্যায্য বন্টনের মাধ্যমে আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস করা;
 - x. কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, কৃষি বহুমুখীকরণ এবং বাণিজ্যিকীকরণ;
 - xi. জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনা;
 - xii. সুশাসন নিশ্চিতকরণ;
 - xiii. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিকাশ সাধনের মাধ্যমে দৃঢ়ভাবে ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হওয়া।

ঘ 'খ' পরিকল্পনাটি একটি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা এবং বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত সর্বশেষ পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে।

বাংলাদেশ সরকার 'বৃপকল্প ২০২১' বাস্তবায়নের জন্য একটি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০১১) এবং দুটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (ষষ্ঠ ও সপ্তম) গ্রহণ করে। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উন্নয়ন কৌশল সঠিকভাবে সম্পাদিত হওয়ায় এর সাফল্যের পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০) সম্পাদন করতে চায়। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে গড় বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ৭.৩% এ প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সংগতিপূর্ণ এবং দীর্ঘমেয়াদে প্রাকৃতিক পরিবেশের কোনো ক্ষতিসাধন না করে টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জন করাই এই পরিকল্পনার মূলকথা। উচ্চ

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য এ পরিকল্পনায় ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে ১৫ থেকে ২০ শতাংশ কর্মসংস্থানের সৃষ্টির ব্যবস্থা করা হবে। এ ছাড়া সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সরকার ২০২০ অর্থবছরের মধ্যে ৫৪.১ বিলিয়ন ডলার রপ্তানি বাণিজ্য স্থাপন, বাণিজ্য জিডিপি অনুপাত ৫০% অর্জন এবং বৈদেশিক বিনিয়োগ ৯.৬ বিলিয়ন ডলারে উন্নীতকরণসহ সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করবে।

আইসিটি তথা তথ্যপ্রযুক্তি খাতের উন্নয়নের জন্য সরকার স্কুল থেকেই কম্পিউটার শিক্ষাক্রম চালু করেছে। ফলে 'দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি হবে। সর্বোপরি ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য সরকার শিক্ষার সকল স্তরে আইসিটি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেছে।

সুতরাং বলা যায়, প্রেক্ষিত পরিকল্পনার লক্ষ্যগুলো বাস্তবায়ন করে ডিজিটাল বাংলাদেশ স্থাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশ উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করবে এবং পরিকল্পনার মেয়াদ শেষে একটি মধ্যমে আয়ের দেশে পরিণত হবে।

প্রশ্ন ৩৬ রাব্বি চীনে একটি কলেজে পড়ে। রাব্বির বন্ধু টনি 'ক' দেশের নাগরিক। টনি জানায় তাদের দেশে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে। রয়েছে বন ও সমুদ্র। কিন্তু সৃষ্টি পরিকল্পনার অভাবে অধিকাংশ প্রাকৃতিক সম্পদ অপচয় হচ্ছে এবং তারা অনুরত।

[ডা. আব্দুর রাক্কাক মিউনিসিপ্যাল কলেজ, যশোর। প্রশ্ন নং ৯/]

- ক. পরিকল্পনা কী? ১
খ. "পরিকল্পনা ভবিষ্যৎ দর্শন" ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে টনির দেশের উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনার গুরুত্ব বর্ণনা কর। ৩
ঘ. সৃষ্টি পরিকল্পনার মাধ্যমে টনির দেশকে উন্নত দেশে পরিণত করা সম্ভব— বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি নির্দিষ্ট সময়ে পূর্বনির্ধারিত সুনির্দিষ্ট কতগুলো অর্থনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক প্রাপ্ত সম্পদের সৃষ্টি ও সচেতন ব্যবহারকে পরিকল্পনা বলে।

খ বর্তমান যুগ পরিকল্পনার যুগ। বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সব দেশই তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে থাকে। সাধারণত প্রথমে অর্থনীতির সামগ্রিক লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। তারপর ওই লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিভিন্ন খাতে দেশের সমুদয় শ্রম, বৈদেশিক মুদ্রা, কাঁচামাল ও অন্যান্য যাবতীয় সম্পদ বন্টন করার জন্য বিভিন্ন মেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। দেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত হয় বিধায় সকল অর্থনৈতিক পরিকল্পনাই এক ধরনের ভবিষ্যৎ দর্শন বলা যায়।

গ সৃজনশীল ৮নং এর 'গ' প্রশ্নের উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৮নং এর 'ঘ' প্রশ্নের উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ৩৭ একটি দেশের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখা ও মাত্রা যাচাই করার জন্য বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। তবে সঠিক তথ্যের অভাব, মূলধনের স্বল্পতা, দুর্নীতি ইত্যাদি একটি দেশের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।



[আলালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট। প্রশ্ন নং ১০/]

- ক. উন্নয়ন পরিকল্পনা কী? ১
খ. সুষম উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা প্রয়োজন— ব্যাখ্যা কর। ২
গ. 'গ' পরিকল্পনা বাস্তবায়নে 'ক' ও 'খ' পরিকল্পনার গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে সমাধান প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা কর। ৪

৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য গৃহীত সুচিন্তিত ও সুবিবেচিত সিদ্ধান্তকে উন্নয়ন পরিকল্পনা বলে।

খ সীমিত সম্পদের সৃষ্টি ব্যবহারের মাধ্যমে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য একটি দেশে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা একান্ত প্রয়োজন।

বাংলাদেশ বর্তমানে বহুবিধ সমস্যার সম্মুখীন। এসব সমস্যার মধ্যে খাদ্য ঘাটতি, দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব, ব্যাপক নিরক্ষরতা, মুদ্রাস্ফীতি, লেনদেনের ভারসাম্যে ক্রমবর্ধমান প্রতিকূলতা প্রভৃতি প্রধান। এসব সমস্যার আশু সমাধানের জন্য প্রয়োজন উন্নয়ন পরিকল্পনা।

গ উদ্দীপকে 'ক' স্বল্পমেয়াদি এবং 'খ' মধ্য মেয়াদি পরিকল্পনা যেগুলো 'গ' অর্থাৎ দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার ভিত্তি স্বরূপ।

সাধারণত কয়েকটি স্বল্পমেয়াদি বা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়। আবার, কয়েকটি মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনার মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়।

বর্তমানে ২০১০-২০২১ অর্থবছর পর্যন্ত দশ বছর মেয়াদি একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন চলছে। যার লক্ষ্য হচ্ছে ২০১১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা। এ লক্ষ্যে ২০১০-২০১৫ অর্থবছর সময়ের জন্য ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে। এই স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ব্যর্থ হলে মধ্যমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ব্যর্থ হবে। যার ফলশ্রুতিতে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বা 'বৃপকল্প ২০২১'; পূরণে বাংলাদেশ ব্যর্থ হবে। অর্থাৎ ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ব্যর্থ হলে বাংলাদেশ ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে না। কাজেই স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা মধ্যমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনার পরিপূরক। আবার, মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার পরিপূরক।

ঘ উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এ সকল সমস্যা সমাধানের উপায়সমূহ নিচে তুলে ধরা হলো-

অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রথমেই নির্ধারণ করতে হবে। এক্ষেত্রে দেশি বিদেশি বিশেষজ্ঞ দক্ষতার ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া উচিত। আবার, মূলধন সংগ্রহে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সম্পদের বিষয়টি বিবেচনা রেখে প্রকল্পের আয়তন নির্ধারণ করতে হবে। তা না হলে আয়তনের তুলনায় বাজেট তথা সম্পদের ঘাটতি দেখা দিতে পারে এবং প্রকল্প সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই থেমে যাবে। প্রকল্প চলাকালীন সময়ে অবশ্যই যথোপযুক্ত পদ্ধতি প্রয়োগ করে দেশে মুদ্রাস্ফীতি রোধ করতে হবে যাতে প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি না পায়।

দেশে বিলাসবহুল খাতসমূহ সংকুচিত রেখে জরুরি খাতসমূহে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। তাছাড়া প্রকল্প পরিচালনায় দক্ষ জনশক্তি, দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন ব্যবস্থা, নির্ভুল তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, সময় সচেতনতা ইত্যাদি বিষয় নিশ্চিত করতে হবে।

সুতরাং আমরা বলতে পারি, বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের স্বার্থে উপরিউক্ত বিষয়গুলো সমাধান হিসেবে কাজ করতে পারে।